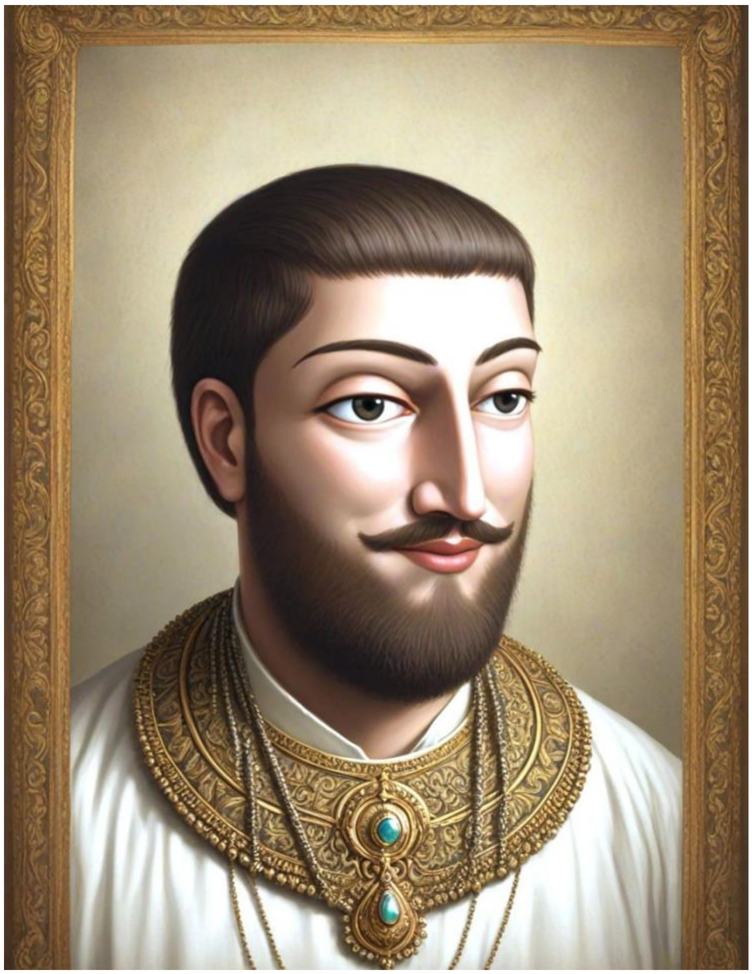
রামপ্রসাদী গীত



রামপ্রসাদ সেন

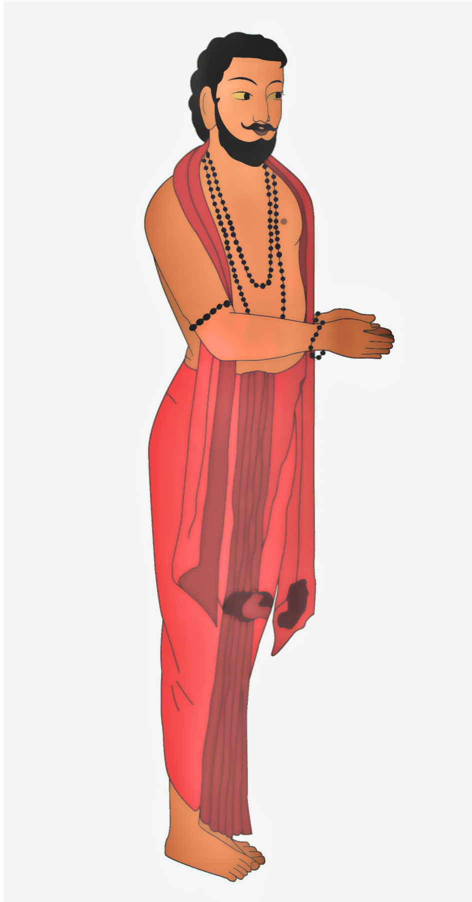
রামপ্রসাদী গীত



রামপ্রসাদ সেন

Ramprasadi Geet

রামপ্রসাদ সেন



১৭২০-১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)

বাঙালি শাক্ত কবি এবং শ্যামাসঙ্গীতের আদিকবি, গায়ক, সুরকার। কবিরঞ্জন নামেও খ্যাত ছিলেন।

১৭২০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সুবা বাংলার হালি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। বর্তমানে এই স্থানটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায়, কলকাতা শহরের ২৫ মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।

রামপ্রসাদের পরিবারের তান্ত্রিক হিসেবে খ্যাতি ছিল। রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন ছিলেন একজন আয়ুর্বৈদিক চিকিৎসক ও সংস্কৃত পণ্ডিত। রামপ্রসাদের মা সিদ্ধেশ্বরী দেবী ছিলেন রামরাম সেনের দ্বিতীয়া পত্নী।

সেকালের রীতি অনুযায়ী, বাল্যকালে রামপ্রসাদকে একটি সংস্কৃত টোলে শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো হয়। এই টোল থেকে ১৬ বয়সের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রামরাম সেন-এর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পুত্রও পারিবারিক চিকিৎসক বৃত্তি গ্রহণ করুক। কিন্তু রামপ্রসাদের আগ্রহ ছিল আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে। তাঁর ১৬ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। এরপর ১৭-১৮ বৎসর বয়সে জীবিকার জন্য কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে দুর্গাচরণ মিত্র নামক একজন ধনাঢ্য ব্যাক্তির কাছাড়িতে মুহুরির চাকরি নেন। এই সময় তাঁর বেতন ছিল মাসিক ত্রিশ টাকা।

চাকরির ফাঁকে ফাঁকে তিনি শ্যামাবিষয়ক গান বা কবিতা রচনা করতেন। কথিত আছে, তিনি প্রায়ই কাছারির হিসাবের খাতায় শ্যামসঙ্গীত লিখতেন। এ বিষয়ে অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁদের মালিকের কাছে রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। দুর্গাচরণ মিত্র এই বিষয়ে তদন্ত করতে এসে গানগুলি পড়েন এবং রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেরানির কাজ থেকে অব্যহতি দিয়ে স্বগ্রামে প্রেরণ করেন। এই সময় দুর্গাচরণ তাঁর মাসিক ভাতার ব্যবস্থাও করে দেন।

গ্রামে ফিরে তিনি কঠোরভাবে আধ্যাত্মিক বিষয় ও সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন হন। এই সাধনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তিনি যাতে ভবিষ্যতে সংসার বিবাগী হয়ে সন্ন্যাসী না হয়ে যান, সে জন্য তাঁর পরিবারের লোকেরা সর্বাণী নামের এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বিবাহের পর পারিবারিক প্রথানুযায়ী নবদম্পতি কুলগুরু মাধবাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, দীক্ষাগ্রহণকালে গুরু তাঁর কানে মন্ত্রপ্রদান করলে তিনি দেবী কালীর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এক বছর পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। এরপর রামপ্রসাদ তান্ত্রিক যোগী ও পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন বঙ্গদেশে কালী আরাধনার প্রবর্তক এবং সুপ্রসিদ্ধ শাক্ত

তন্ত্রগ্রন্থ তন্ত্রসারের রচয়িতা। আগমবাগীশ রামপ্রসাদকে তন্ত্রসাধনা ও কালীপূজার পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

বিবাহের পরও তাঁর সাধনা অব্যাহত ছিল। জানা যায়, এই সময় তিনি আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত অবস্থায় শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। এই সময় তিনি তান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী, এক পঞ্চবটীর (বট, বেল, আমলকি, অশোক ও অশ্বত্থ গাছের সম্মিলিত রূপ) তলায় সাধনা করতেন। তাঁর আসন ছিল পঞ্চমুণ্ডী (সাপ, ব্যাঙ, খরগোশ, শৃগাল ও মানুষের করোটীর দ্বারা সৃষ্ট আসন)। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এই সাধনার মধ্য দিয়ে আদ্যাশক্তি মহামায়া দর্শন পেয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি তাঁর শ্যামাসঙ্গীত রচনা অব্যাহত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে এই গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি নিজেও কালীভক্ত ছিলেন। তাই তিনি রামপ্রসাদকে তিনি সভাকবির মর্যাদা দেন। কিন্তু রামপ্রসাদ মহারাজের রাজসভায় বিশেষ আসতেন না। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রায় ১০০ একর নিষ্কর জমি প্রদান করেন। পরে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই সময় রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধিও প্রদান করেছিলেন। কথিত আছে, মহারাজের অন্তিম সময়ে রামপ্রসাদ তাঁর পাশে থেকে তাঁকে কালীর নামগান শুনিয়েছিলেন। অনেকের মতে, নবাব সিরাজদ্দৌলা-সহ বহু সুফি সন্তেরাও রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সংগীতে মুগ্ধ হন। নবাবের অনুরোধে রামপ্রসাদ একবার তাঁর সভাতেও গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের দেখাশোনা ভার নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র রামদুলাল ও পুত্রবধূ ভগবতী। রামপ্রসাদের মৃত্যু নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদ প্রতি বছর দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা করতেন। একবার তিনি সারারাত পূজা ও গানের পর সকালে কালীপ্রতিমা মাথায় করে নিয়ে বিসর্জনের পথে বের হন । ভক্তরা তাঁর পিছন পিছন বিসর্জন শোভাযাত্রায় অংশ নেন। স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে তিনি গঙ্গার জলে প্রতিমা বিসর্জনার্থে অবগাহন করেন । প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে কিম্বদন্তী

- রামপ্রসাদের কালীভক্তি নিয়ে নানারকম গল্প আছে। যেমন–
  ১. রামপ্রসাদ একবার বাড়ির একটি বেড়া বাঁধার সময়, তাঁর কন্যাকে বেড়ার ওপারে থেকে দড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রেখেছিলেন। তাঁর এই কন্যা ওপার থেকে পালালে, রামপ্রসাদের কন্যা জগদীশ্বরীর রূপে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। রামপ্রসাদ পরে বুঝতে পারেন যে, তাঁর ইষ্টদেবীই কন্যার বেশে এসে তাঁকে সাহায্য করেন। রামপ্রসাদের একটি গানে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

  নয়ন থাকতে দেখলে না মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
  মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥

- ২. বারাণসী যাত্রাকালে রামপ্রসাদের দেবী অন্নপূর্ণার দর্শন লাভ করেন। একবার তিনি গঙ্গাস্নান সেরে নিত্যপূজার কাজে চলেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁর কাছে গান শোনার আবদার ধরে। পূজার দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে রামপ্রসাদ মেয়েটিকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু পরে ফিরে এসে তাকে

আর দেখতে পান না। পরে তিনি ধ্যানের ভিতর দেবী জানান, "আমি অন্নপূর্ণা, আমি বারাণসী থেকে তোর গান শুনতে এসেছিলাম। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।" এরপর রামপ্রসাদ নিজের উপর ক্রুদ্ধ হন। তখনই দেবী অন্নপূর্ণাকে গান শোনাবার জন্য কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু ত্রিবেণী সংগমে এসে পুনরায় দেবীর কণ্ঠে তিনি শুনতে পান, "এখানেই আমাকে গান শোনা। বারাণসীই আমার একমাত্র নিবাস নয়, আমি সমগ্র জগৎ চরাচরে অবস্থান করি।"

রামপ্রসাদী সুর

তিনিই বাংলায় ভক্তিবাদী শাক্তধর্ম ও দেবী কালীর লীলাকীর্তন শ্যামাসংগীতের ধারাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। রামপ্রসাদ সেনই প্রথম ভক্তিসহকারে দেবী কালীর লীলাকীর্তন গান রচনা করেন। তাঁর গানেই প্রথম কালীকে স্নেহময়ী মাতা এমনকি ছোটো মেয়ের রূপেও দেখা যায়। কীর্তন ও বাংলার লোকসঙ্গীত ধারার বাউল গানের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে রামপ্রসাদ বাংলা সংগীতে এক নতুন সুর সৃষ্টি করেন। এই সুরের ধারার নাম হয়ে যায় রামপ্রসাদী সুর। এই ধারায় সংগীতরচনাকারী তাঁর দুই বিশিষ্ট উত্তরসূরি হলেন কমলাকান্ত ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

রামপ্রসাদের রচনাবলি

১. বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল
২. কালীকীর্তন।
৩. কৃষ্ণকীর্তন নামক অসম্পূর্ণ খণ্ডকাব্য ও শক্তিগীতি।
৪. কালীকীর্তন
৫. কৃষ্ণকীর্তন অসম্পূর্ণ রচনা।
৬. বিদ্যাসুন্দর

রামপ্রসাদ সেন রচিত গানের তালিকা

তথ্যসূত্র :

বাংলা সংগীতের রূপ। সুকুমার রায়। বৈশাখ ১৩৭৬
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান। জানুয়ারি ২০০২
বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান। বৈশাখ ১৪১০/এপ্রিল ২০০৩

রামপ্রসাদের গানের সূচি

সূচি

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৬। কালী-কীর্তন
বিভাস - ঢিমেতেতালা

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদাসুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে ।
না ভাবো বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে ॥
শিশুশশধরধরা, সুহাস মধুরধারা,
প্রাণধরা ভাব, ধরা আলো করেছে ।
চিত্তে বিবেচনা করো, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে ॥
বামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কীবা অন্বেষণে রণে এসেছে ।
সঙ্গে কী বিকৃতিগুলা, নখ কুলা, দন্ত মূলা,
এলো চুলা, গায় ধুলা, ভয় করে হে ॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা করো নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে ।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা ।
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২২। কালী-কীর্তন

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী ।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি ।
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি ।
তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি ॥
কী মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত,
তোমার চরণ-ধুলার অভিলাষী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫৩। কালী-কীর্তন

অপরা জন্মহরা জননি ।
অপারে ভবসংসারে এক তরণি ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব ;
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা-স্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দকাননে ধাম, ফল কী তারিণী নাম ।
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুনে তিন লোক তারয় তারিণী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৬। কালী-কীর্তন
গারাভৈরবী - ঠুংরী

অপার সংসার, নাহি পারাবার ।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী, করো গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি ।
তারো কৃপা করি, কিংকর তোমারই,
দিয়ে চরণ-তরি, রাখো এইবার ॥
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
থরথর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম ।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম,
তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ।
এ ভববন্ধন, করো বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪। কালী-কীর্তন

অভয়পদ সব লুটালে ।
কিছু রাখলি না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে ।
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা,
তেমনি দাতা আমায় হলে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে ।
ওই যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্মজন্মান্তরেতে মা,
কত দুঃখ আমায় দিলে ।
প্রসাদ বলে এবার মলে,
ডাকব সর্বনাশী বলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৬। কালী-কীর্তন

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালীনাম-কল্পতরু, হৃদয়ে রোপন করেছি ।
(আমি) এ দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যেজন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি ।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি ।
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি ।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫৪। কালী-কীর্তন

অসকালে যাবো কোথা ।
আমি ঘুরে এলেম যথাতথা ।
দিবা হল অবসান,
তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ ।
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে,
স্থান দেও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্বর্গদাতা ।
রামপ্রসাদ বলে, চরণতলে
রাখবে রাখো এই আমার কথা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৫। কালী-কীর্তন

আছি তেঁই তরুতলে বসে ।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙাব গাছের পাতা,
ভাটি ফল ধরিব শেষে ।
রাগ-দ্বেষ-লোভ-আদি, পাঠাব সব বনবাসে ।
রব রসাভাষে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে ।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন করো কী, লও রে সুধা, দুজনাতে মিলেমিশে ।
খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন
সূর্যতেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ তারারেশে
মাগি জানেনা যে মনকপাটে,
খিল দিয়েছি বড়ো কষে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩১। কালী-কীর্তন
মালশ্রী

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার ।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আনো ঘরে,
মুখশশী দেখো আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে ॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রানি,
বাস না সম্বরে ।
গদগদ ভাব-ভরে, ঝরঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনই কাঁদে গলা ধরে ।
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে ।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারি,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে ।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহো মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে ।
জননির আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাশরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৩। কালী-কীর্তন
সিন্ধুকাফি - একতালা

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কী হয় তারে ॥
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে পড়ে মরে ।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে ॥
যখন দিনে নিরাই করে,
শিকারি সব রয় না ঘরে ।
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পঁচে মরে ।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১০৬। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

আমার অন্তরে আনন্দময়ী ।
সদা করিতেছেন কেলি ॥
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি ।
আবার দু-আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয়বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলই ।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিয়ো ঠেলি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২৬। কালী-কীর্তন

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয় ।
গিরি তোমারই কুমারী - তা নয় তা নয় ।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।
ওহে কারো চতুর্মুখ, কারো পঞ্চমুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয় ।
ওকে গরুড় বাহন, কালো বরন,
জোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়,
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কী পুণ্য উদয় ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২। কালী-কীর্তন
বেহাগ-আড়খেমটা

আমার কপাল গো তারা !
ভালো নয় মা, ভালো নয় মা,
ভালো নয় মা কোনো কালে ॥
শিশুকালে পিতা মল, মাগো রাজ্য নিল পরে ।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে ॥
স্রোতের শেহালার মতো মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধরো ধরো, কেউ নাবে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মাগো আর দিব আমার মাথা ।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোনো গো মা নারায়ণী ।
তনু-অন্তকালে আমায়, টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১৪। কালী-কীর্তন

আমার মনে বাসনা জননি ।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে,
হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে,
চারি পত্রে মায়া ডাকিনী ।
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী ।
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে,
ষড় দলোপরবাসিনী ।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী ডাকিনী,
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নিবীজধারিণী ।
ড, ফ, অন্তে দিগদলে,
শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
অনাহতে ষট কোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী ।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদলপদ্মিনী ।
নাগোপরি বিষ্ণু-আসন, শিব শংকরী সাকিনী ॥
ভ্রু মধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্রযোনী ।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫৯। কালী-কীর্তন

আমার সনদ দেখে যা রে ।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল গে যা তোর যমরাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্বতীর অনুমতি ।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস-পাটে,
যেমনি সনদ তেমনি টাটে ।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখত,
করেছেন দিগম্বরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৪। কালী-কীর্তন

আমায় কী ধন দিবি তোর কী ধন আছে ।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোনো উপায় আছে ॥
এখন প্রাণপণে খালাস করো,
টাটে বা ডুবায় পাছে ।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কী তার আছে
ওই যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে,
আমায় নিরংশী করেছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৯। কালী-কীর্তন
টুরিজায়েনপুরী - একতালা

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে ।
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন্ রে শমন বলি, আমার জাত কীসে গিয়াছে,
(ও শমন রে !) আমি ছিলেম গৃহবাসী,
কেলে সর্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ।
মন রসনা এই দুজনা,
কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমন রে) ।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙা ছাড়িয়াছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২।

কালী-কীর্তন

রামপ্রসাদি সুর-একতাল।

আমায় দেও মা তবিলদারি
আমি নিমকহারাম নই শংকরী।।
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা
তবু জিম্মা রাখ তাঁরই,
অর্ধ অঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারী॥
আমি বিনা মাইনার চাকর
কেবল চরণধুলার অধিকারী।
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর
তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মতো পদ পাই তো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭। কালী-কীর্তন

আমি এত দোষী কিসে ।
ওই যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে ।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশি এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নামসাধনা করি বসে ।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী,
বেঁধে রাখে মায়াপাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাষে ।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী
হলেম কালী তার বিষয়বশে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০১। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

আমি ওই খেদে খেদ করি ।
ওই যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাশরি ।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারই ।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারই ॥
যশ-অপযশ সুরস-কুরস সকল রস তোমারই ।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন করো রাসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ, মনেরই আঁখঠারি ।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৪। কালী-কীর্তন

আমি কবে কাশীবাসী হবো ।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব ।
ওই বারাণসীর জলে স্থলে,
মলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।
আর বব বমবম ভোলা বলে,
নৃত্য করে গাল বাজাব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২৬। কালী-কীর্তন
জংলা - খয়রা

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কী হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজনবিহীন,
দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি !
আমি কি ও পদ পাবো (মা তারা)।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননি কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কবো, (মা তারা)।
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কী আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
নামটি রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪। কালী-কীর্তন

আমি কি দুখেরে ডরাই ।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোনোখানেতে যাই ।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই ।
দেখো, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩৭। কালী-কীর্তন

আমি তাই অভিমান করি ।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারই ।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিকিরি
জ্ঞানধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি ।
বিনা ওমা দানে মথুরাপারে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানি কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্মভূষণ পরি ।
ওমা কোথায় লুকাবে বলো,
কুবের তোমার ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হলে ভারী
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ সারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪৫। কালী-কীর্তন

আমি, তোর আসামি নইরে শমন,
মিছে কেন করিস তাড়না ।
শমন আছে রে প্রকাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর কিছু ধার ধারি না ।
আমি দুর্গাপুরবাসী,
সেখানে নাই নিরিখ বেশী রে ।
নাইকো তহসিল-যাতনা ;
জমার নাইকো বাটা, মা দিয়াছেন পাটা
স্বহস্তেতে করি নিশানা-
(শমন রে) মায়ের পেয়ে অনুমতি,
চৌদ্দো ভুবনপতি, উশুলে তফাত কিছু করে না ।
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা
তোর তালুকেতে থাকি না ;
পেয়ে মহাবীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারি যেতে হবে না ;
দেখো গে চিত্রগুপ্তের কাছে,
যে বাকিদার আছে, আমার নাম তাতে পাবি না
সাবেক যত জমা ছিল,
সে অঙ্কে মা শূন্য দিল রে,
এমনই মায়ের করুণা ;
রামপ্রসাদ কয়, তপন-তনয়
আর কভু হেথা এসো না-
(শমন রে) তুমি এসেছ এখানে,
মা যদি তা শোনে,
অপমানে বাকি থোবে না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫২। কালী-কীর্তন

আমি নই আটাশে ছেলে ।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙাপদ,
শিব ধরেন যা হৃৎকমলে ।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে
এবার করব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রি লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা,
ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে ।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়,
শান্ত করে লবে কোলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১০। কালী-কীর্তন

আমি নই পলাতক আসামি ।
ওমা কী ভয় আমায় দেখাও তুমি ।
বাজে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি ।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি সালতামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল কষে সারে জমি ।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি,
নাইকো রাখি কড়া কমই ।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪৯। কালী-কীর্তন

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা ।
ওই যে ক্ষেমংকরী আমার রাজা ॥
চেন না আমারে শমন,
চিনলে পরে হবে সোজা ।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয়পদের বই রে বোঝা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখো বালি-চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা,
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে,
জান না সেই পদের মজা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫। কালী-কীর্তন

জংলা- একতালা

আর কাজ কী আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ।।
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দসাগরে ভাসি ।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ।।
কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যাথা ।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি ।।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি ।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ।।
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল ।
ওরে চিনি হওয়া ভালো নয় মন,
চিনি খেতে ভালোবাসি ।।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে ।
ওরে চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ।।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২৩। কালী-কীর্তন

আর তোমায় ডাকব না কালী ।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে,
ল্যাংটা হইয়ে রণ করিলি ॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
তাও তো দিয়ে হরে নিলি ।
ওই যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালী কী করিলি ।
ওই যে ভাঙা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৫। কালী-কীর্তন

আর বাণিজ্যে কী বাসনা ।
ওরে আমার মন বলো না ।
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ সেই লহো না ॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
(মন রে ও রে), শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
(মন রে ও রে), সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন,
(মন রে ও রে), শ্রীনাথ দত্ত, করো তত্ত্ব,
কলের কপাট খোলো না ।
অপূর্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি-ঘাতী
(মন রে ও রে), জনম-মরণাশৌচ,
সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে;
(মন রে ও রে), সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কীবা বিবেচনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪৮। কালী-কীর্তন

আর বাণিজ্যে কী বাসনা ।
ওরে আমার মন বলো না ॥
(ওরে) ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ সেই লহো না ॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ ।
মন রে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৪। কালী-কীর্তন

আর ভুলালে ভুলব না গো ।
আমি অভয়পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলব দুলব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো ।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুলব না গো ॥
ধনলোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো ।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলব না গো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬৮। কালী-কীর্তন
ঝিঁঝিট - জলদতেতালা

আরে ওই আইল কে রে ঘনবরণী ।
কে রে নবীনা নগনা, লাজবিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা, একী অনুচিতা,
কুলের কামিনী ।
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
ললিতবসনা গলিত কেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুংকাররবে রে দনুজদলনী ॥
কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ,
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি ।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোহা দোহে করতহি নাদ,
চিচিকি গুনগুন করিয়ে ধ্বনি ॥
কে রে জঘন সুচারু, কদলীতরুনিন্দিত,
রুধির অধির বহিছে,
তদূর্ধ্বে কটিবেড়া, নরকরছড়া,
কিঙিকণি সহ শোভা করিছে ।
করতল স্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিণী ॥
কে রে ঊর্ধ্বতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর
করি কুম্ভভয়ে বিদরে ; অপরূপ কী এ আর,
চণ্ডমুণ্ডহার, সুন্দরী সুন্দর পরে ।
প্রফুল্ল বদনে রদন-ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়নপলকে,
দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪১। কালী-কীর্তন
সোহিনী - একতালা

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্ররে ।
শিবের সর্বস্ব ধন, মায়ের চরণ,
যদি আনতে পারি হরে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা
তবে মানবদেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব-পদ লব কেড়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯২। কালী-কীর্তন
সোহিনীবাহার - একতালা

আয় দেখি মন তুমি আমি
দুজনে বিরলেতে বসি রে ।
যুক্তি করি মনেপ্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারি রে ॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে ।
গুরু দিয়াছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করিবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা,
কাঁটা কেটে খোলসা করিরে ॥
মধুপুরী যাব মধু খাব,
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮০। কালী-কীর্তন

আয় মন বেড়াতে যাবি ।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি
প্রবৃত্তিনিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র,
তত্ত্বকথা তায় শুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্যঘরে কবে শুবি ।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহংকার অবিদ্যা তোর,
পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি ।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়,
ধৈর্য-খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ হেরে বেঁধে থুবি ।
যদি না মানে নিষেধ,
তবে জ্ঞান-খড্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি ।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে,
কালের কাছে জবাব দিবি ।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬৩। কালী-কীর্তন

ইথে কি আর আপদ আছে ।
(এই যে তারার জমি আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য খোঁটা, ধর্ম বেড়া,
এদেহের চৌদিক ঘেরেছে ।
এখন কাল-চোরে কী করতে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখেশুনে ছয়টা বলদ,
ঘর হতে বাহির হয়েছে ।
কালীনাম-অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,
পাপ-তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়,
অহর্নিশি বর্ষিতেছে ।
কালী-কল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্বর্গ ফল ধরেছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১০। কালী-কীর্তন

উপনীত মন্দাকিনী-তীরে ।
নিরখি সুন্দরী-মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেমনীরে ॥
মাগো ! একী রূপমাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি ।
চঞ্চল মন-মীন, হৃদি-সরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্য-জলধি ॥
আহা আহা মরি মরি, কীবা রূপমাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে ।
অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী,
কী গুণে চৈতন্য নিগুঢ় হরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৮। কালী-কীর্তন

এই দেখো সব মাগির খেলা ।
মাগির আপ্তভাবে গুপ্তলীলা ।
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়া ভাঙে ডেলা ।
মাগি সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাকো বসে, ভবার্ণবে ভাসায়ে ভেলা ।
যখন জোয়ার আসবে, উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪৭। কালী-কীর্তন

এই সংসার ধোঁকার টাটি ।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহংকারে লক্ষ কোটি ।
যেমন সরার জলে সূর্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটি
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি,
মায়ার বেড়ি কীসে কাটি ॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি ।
আগে, ইচ্ছা-সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটি ।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই করো মা,
তুমি গো পাষাণের বেটি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪০। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

একবার ডাকো রে কালী তারা বলে,
জোর করে রসনে ! ও তোর ভয় কীরে শমনে ॥
কাজ কী তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী ।
তার কাজ কী ধর্মকর্ম, ও তাঁর মর্ম যেবা জানে ।
ভজনের ছিল আশা, সূক্ষ মোক্ষ পূর্ণ আশা ।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বি-ভাব ভেবে মনে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৯। কালী-কীর্তন

এবার আমি করব কৃষি ।
ওগো, এ ভবসংসারে আসি ।
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী
দেহ-জমিন জঙ্গল বেশি, সাধ্য কী মা সকল চষি ।
(মা গো), যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দসাগরে ভাসি ॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশী ।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে মুক্ত করো গো মা মুক্তকেশী
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি ।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি ॥
প্রসাদ বলে চাষেবাসে, মিছে মন অভিলাষী ।
আমার মনের বাসনা তোমার,
ও রাঙা চরণে মিশি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯। কালী-কীর্তন

এবার আমি বুঝিব হরে ।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলব এবার যারেতারে ।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ
হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতাপুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখামাত্রে বলব তারে ।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভালো চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি
বাজে আপন গা-র উপরে ।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয়চরণের জোরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩৫। কালী-কীর্তন

এবার আমি ভালো ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ।
যে দেশেতে রজনি নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ॥
আমার কীবা দিবা কীবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি ।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি ।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি ।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩৯। কালী-কীর্তন

এবার কালী কুলাইব ।
কালি কষে কালী বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কী অস্থিরা,
কেমন করে তায় রাখিবো ।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে,
হৃদি-পদ্মে নাচাইব ॥
কালীপদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব ।
আছে আর যে ছটা বড়ো ঠ্যাঁটা,
সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালি হয়ে,
কালী বলে কাল কাটাইব ।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালি দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব ।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু
কালী কালী না ছাড়িব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬। কালী-কীর্তন

এবার কালী তোমায় খাব ।
(খাব খাব গো দীনদয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জন্ম হলে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে ।
এবার তুমি খাও কী আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারি বানায়ে খাব ।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালি মুখে কালি, সর্বাঙ্গে কালি মাখিব ।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে,
সেই কালি তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব ।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব ।
(আমার) ভয় কী তাতে কালী বলে
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভালোমতে তাই জানাব ।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯। কালী-কীর্তন

এবার বাজি ভোর হল
মন কী খেলা খেলাবে বলো ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল ।
এবার বোড়ের ঘর করে ভর,
মন্ত্রীটি বিপাকে মল ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল,
তারা চলতে পারে সকল ঘরে
তবে কেন অচল হল ॥
দুখান তরি নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে,
ঘাটের তরি ঘাটে রল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল ?
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে,
পিলের কিস্তে মাত হইল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১১৬। কালী-কীর্তন

এবার ভালো ভাব পেয়েছি ।
কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব,
ভাবীকে ভালো ভুলায়েছি ।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ॥
তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি ।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাছ করেছি ॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৭। কালী-কীর্তন
সিন্ধু - ঠুংরি

এমন দিন কি হবে তারা ।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ, দেখো মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৭। কালী-কীর্তন

এলোকেশী দিগবসনা ।
কালী পুরাও মোর মনোবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কী না হবে দয়া,
বলে দে মা ঠিক ঠিকানা ।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৬৭। কালী-কীর্তন

মল্লার - খয়রা

এলোকেশে, কে শবে, এলরে বামা ।
নখরনিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন-তনু,
মুখ হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিণী,
হাসত ভাসত নাচত বামা ।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে,
ধরাতলে হতরিপুসমা ॥
ভৈরব ভূত, প্রমথগণ ঘন রবে, রণজয়ী শ্যামা ।
করে করে ধরে তাল, ববম বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়গুড় বাজিছে দামামা ॥
ভবভয়ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্জন,
মুঞ্চতি করম সুনামা ।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমনবিরামা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৩। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - রূপক

এলো চিকুরনিকর নরকর কটি তটে,
হরে বিহরে রূপসি ।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন,
বয়ানবরে বসি শশী ॥
শব-শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি ।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি ।
স-মস্তা স্ববাসা মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুরেশানুকূলা ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব ভয় বাসি ।
জনুর যন্ত্রণা, হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬০। কালী-কীর্তন
বিভাস - তিওট

এলো চিকুর-ভার, এ বামা
মার মার মার রবে ধায় ॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি-রূপ গতি,
রতিপতি-মতি মোহ পায় ।
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভনিপাতি কালী, সব সেরে যায় ॥
সকল সেরে যায়, এ কী ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মতো বিদায় ॥
কাল বলে এত কাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায় ।
টেনে ফেলো রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিবপূজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কী কুরব রটায় ॥
ভব দৈবরূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরায় রব, হায় ।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়,
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্মসায় ॥
প্রসাদ বলে ভালো বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সংকটে প্রাণে বাঁচা দায় ।
মরণে কী আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয়, করো দৈত্যরায় ।
ওহে দৈত্যরায়, ভজো এই দক্ষিণায়,
আর কী কাজ আশায় ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯১। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

এ শরীরে কাজ কী রে ভাই
দক্ষিণে-প্রেমে না গলে ।
এ রসনায় ধিক ধিক, কালীনাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে ।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কীবা কাজ ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে ।
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কীবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা ।
ওরে কালীমূর্তি যথাতথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার ।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে
আম্র কি কখনো ফলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১১১। কালী-কীর্তন

জয়জয়ন্তী - যৎ

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দী মা ।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্মচারী ।
নাইকো কিছু অন্য ল্যাঠা,
দিতে হয়না মাথট বাটা মা,
জয়দুর্গার নামে জমা আঁটা,
ওইটা করি মালগুজারি ।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০২। কালী-কীর্তন
ললিত - তিওট

ও কার রমণী সমরে নাচিছে ।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারানিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে ॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালোরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে ।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমলপদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী-হৃদে ভাসিছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৮। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - ঢিমাতেতালা

ও কে ইন্দিবরনিন্দি-কান্তি, বিগলিত বেশ ।
বসনবিহীনা কে রে সমরে ॥
মদন-মথন-উরসি রূপসি, হাসি হাসি বামা বিহরে,
প্রলয়কালীন জলদ গর্জে, তিষ্ঠো তিষ্ঠো সতত তর্জে
জনমনোহরা শমন-সদরা গর্ব খর্ব করে ।
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমননগরে ।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাতো রিপু-কদম্বে,
সম্বরো বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষো বিবুধনিকরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫৮। কালী-কীর্তন

ও কেরে মনোমোহিনী ।
ওই মনোমোহিনী ॥
ঢলঢলঢল তড়িৎ ঘটা, মনি-মরকত-কান্তি-ছটা
একী চিত্তছলনা, দৈত্যদলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয়-নয়নী ।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ-উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাটফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে, বেসরে মণি ।
মরি ! হেরি একী রূপ, দেখো দেখো ভূপ,
সুধারস-কূপ, বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী ।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা,
নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি ॥
কহিছে প্রসাদ, না করো বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি ।
সমরে হবে না জয়ী রে,
ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ীরে, বলো জননি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২২৮। কালী-কীর্তন

মালশ্রী

ওগো রানি ! নগরে কোলাহল, উঠো চলো চলো,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।
চলো, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া ! কী কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কী দিলি শুভ সমাচার ।
তোমায় অদেয় কী আছে, এসো দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥
রানি ভাসে প্রেম-জলে দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার ।
নিকটে দেখে যারে, শুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার ।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে এ কী কথা মার গো ॥
রথে হতে নামিয়া শংকরী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্তনা করে বার বার ।
দাস কবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভদিন আর কার গো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪১। কালী-কীর্তন

ও মন, তোর নামে কী নালিশ দিব ।
ও তুই সকার বকার বলতে পারিস,
বলতে নারিস দুর্গা শিব ।
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মন্ডা সরভাজা ।
ওরে শেষে পাবি সেসব মজা, যখন পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমন করে ঘর করিব ।
ওরে চুরিদারি করিলে পরে,
উচিত মতো সাজাই পাব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২৫। কালী-কীর্তন

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে ।
তুমি খ্যাপা মেয়ে, মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে ।
মায়াভরে, এ সংসারে, কেহ কারে চিনতে নারে
ওই যে এমনি কালীর কাপ আছে যে,
যেমনি দেখে তেমনি করে ॥
পাগল মেয়ের কী মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক ঠিকানা করে ।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩। কালী-কীর্তন
সোহিনীবাহার-আড়খেমটা

ওমা ! হরো গো তারা মনের দু ঃখ ।
আর তো দুঃখ সহে না ॥
যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকেনা মনে ।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে জন্মি বলে 'ওনা ওনা' ॥
জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো,
যে জন্মে নাই সে জানে না ।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না- মরিলে না ।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৩। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

ওরে, তারা বলে কেন না ডাকিলাম ।
(আমার) এ তনু-তরণি ভব-সাগরে ডুবালাম ॥
এ ভবতরঙ্গে তরি বাণিজ্যে আনিলাম ।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম ।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কী কার্য করিলাম ।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরি আপনি মজিলাম ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪০। কালী-কীর্তন

ওরে, মন কী ব্যাপারে এলি ।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি ।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরি ডুবাইলি
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি ।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কী,
মহাজনকে মজাইলি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬১। কালী-কীর্তন

ওরে মন চড়কি চরক করো, এ ঘোর সংসারে ।
মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভূ শম্ভু যুবতির উরে ।
মন রে ওরে, কর-পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক ।
মন রে ওরে, বৃন্দাবলী খেমটা,
ঢালী বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাঙলে পাঁজর পাটে পড়ে ।
মন রে ওরে এমন যাতনা,
করেছ তুচ্ছ ধন্য রে তোমা রে ॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ ।
মন রে ওরে, মায়াডোরে,
বড়শি-গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার ।
মন রে ওরে শিঙে ফুঁকে
শিঙে পাবি ডাকো কেলে মারে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৬৮। কালী-কীর্তন

পিলুবাহার - যৎ

ওরে মন বলি, ভজো কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র করো দিবানিশি জপো করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞানো, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান ।
ওরে নগর ফির মনে করো, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলই মায়ের মন্ত্র বটে ।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে ।
ওরে, আহার কর, মনে করো,
আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৩। কালী-কীর্তন

ওরে শমন, কী ভয় দেখাও মিছে ।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কী গৌরব বেড়েছে ।
(ওরে), স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকি থাকে যদি,
দিব না রে তোদের কাছে ।
(ওরে), রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমার পাট্টা দিয়াছে ॥
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪৫। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয়কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে ।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১৮। কালী-কীর্তন

ওহে নূতন নেয়ে ! ভাঙা নৌকা চল বেয়ে ॥
দূকুল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করয়ে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুনো ওহে গুণনিধি, নট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরি,
মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙা তরি, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল ।
অবসান হল বেলা, একী পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কীবা হাস,
কূলবধূর মনে বড়ো ভয় ।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৪। কালী-কীর্তন

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার ।
কী শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার ।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একী বিড়ম্বনা বিধাতার ।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরানি,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৭। কালী-কীর্তন
মুলতানিধানেশ্রী - একতালা

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা),
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই ।
কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
মনে করি তেমনি হই ।
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে
দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অমনি অই ।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৫। কালী-কীর্তন
ইমন - একতালা

কাজ কী আমার কাশী ।
যাঁর কৃত কাশী, তদুরসি বিগলিতকেশী ॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি ।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি ॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী ।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি ॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি ।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী ॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালো তো না বাসি ।
ওই যে গলাতে বেঁধেছ আমার
কালী নামের ফাঁসি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৭। কালী-কীর্তন

কাজ কী মা সামান্য ধনে ।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে ।
যদি দেও মা আমায় অভয়চরণ,
রাখি হৃদি-পদ্মাসনে ॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে ।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা,
হবে তোমার নিজগুণে !
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ওই চরণে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৮। কালী-কীর্তন

কাজ কী রে মন যেয়ে কাশী ।
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি ॥
সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী ।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কী হয়ে কাশীবাসী ॥
হৃৎকমলে ভাবো বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬৬। কালী-কীর্তন
খটভৈরবী - একতালা

কামিনী যামিনীবরণে রণে, এল কে ।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানবনিধনে ।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কীরে ভয় ;
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৪৬। কালী-কীর্তন

বসন্তবাহার - একতালা

কালী কালী বলো রসনা ।
করো পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥
ভাই বন্ধু সুত, দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোনো জন ।
দুরন্ত শমন, বাঁধবে যখন,
বিনে ওই চরণ, কেহ কারো না ॥
দুর্গানাম মুখে বলো একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার ।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলই অসার, ভেবে দেখো না ।
গেল গেল কাল, বিফলে গেল,
দেখো না কালান্ত নিকটে এল ।
প্রসাদ বলে ভালো, কালী কালী বলো,
দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৫। কালী-কীর্তন

কালী কালী বলো রসনা রে ।
ও মন ষটচক্র রথ-মধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে ।
সে যে সময়শির নাড়িতে নারে,
কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন কোরো নারে
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসো,
শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।
ও মন, এই তো সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাকতে পার দু অক্ষরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১৩। কালী-কীর্তন

কালী কালী বলো রসনা রে ।
ও মন ষটচক্র রথ-মধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি,
যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
পাঁচ ক্ষমতায়, সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশি মারে ॥
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে,
কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন কোরো নারে ।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসো,
শীতল হবে অন্তঃপুরে ।
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।
ও মন, এই তো সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাকতে পার দুঅক্ষরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৯৭। কালী-কীর্তন

মুলতান - একতালা

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণি ত্বরা করি চলো বেয়ে ।
ভবের ভাবনা কীবা, মনকে করো নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে ।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী,
আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩২। কালী-কীর্তন

কালী গো কেন ল্যাংটা ফিরো ।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর ।
মাগো এই কী তোমার কুলের ধর্ম,
পতির উপর চরণ ধর ॥
আপনি ল্যাংটা, পতি ল্যাংটা,
শ্মশানে মশানে চর ।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পরো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১১২। কালী-কীর্তন

খাম্বাজ - আদ্ধা

কালী তারার নাম জপো মুখে রে,
যে নামে শমনভয় যাবে দূরে রে ।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে, নাহি পায় ভাবিয়া রে ॥
ডুবুডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে ;
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে ।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখো রে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৭। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

কালীনাম জপ করো, যাবে কালীর কাছে ।
কালীভক্ত, জীবন্মুক্ত, যেভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম-কল্প-গাছে ।
গৃহে মুক্তি মূর্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা-হেতু আছে ।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহের বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালীকিংকরের জয় ;
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক পাছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৩৮। কালী-কীর্তন

কালীপদ-মরকত-আলানে,
মন- কুঞ্জরেরে বাঁধো এঁটে ।
ওরে কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে
কর্ম-পাশ ফেলো কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় করো বেসার বেটে ।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে ।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় খেটে ॥
নানা তীর্থ পর্যটনে, শ্রমমাত্র পথ হেঁটে ।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝ না রে দুঃখচেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কীসে কী হয়,
মিছে মলেম শাস্ত্র ঘেঁটে ।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬২। কালী-কীর্তন

কালীর নাম বড়ো মিঠা ।
সদা গান করো পান করো এটা ॥
ওরে ধিক রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়সপিঠা ॥
নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা ।
ওরে ভোগ-মোক্ষ-ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কীটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা ।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাততালিটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে, ধর্মাধর্ম করো ঘিটা ॥
তুমি মন করো বিল্বদল, শ্রুব করো যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবত্রয়ের দাগা চিঠা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৫। কালী-কীর্তন
ললিতবিভাস - আড়খেমটা

কালীর নামের গণ্ডি দিয়া আছি দাঁড়াইয়া ।
শোন্ রে শমন তোরে কই, আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রবো সয়ে ।
ছেলের হাতে মোয়া নয় যে,
খাবে হুলকো দিয়ে ॥
কটু বলবি, সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে ।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড়ো খ্যাপা মেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে যেন, কয় শ্যামাগুণ গেয়ে ।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধুলা দিয়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬৬। কালী-কীর্তন

কালী সব ঘুচালে ল্যাটা ।
আগম নিগম শিবের বচন,
মানবি কিনা মানবি সেটা ॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা ।
মা গো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি-ঘোঁটা ॥
যেমন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা ।
তার কটিতে কৌপিন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা ॥
ভূতলে আনিয়ে মা গো
করলে আমায় লোহাপিটা ।
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
চাকলাজুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর ব্যাটা ।
এ যে মায়েপোয়ে এমন ব্যাবহার,
ইহার মর্ম বুঝবে কেটা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৫৭। কালী-কীর্তন

জংলা - খয়রা

কালী হলি মা রাসবিহারী ।
(নটবর বেশে বৃন্দাবনে)
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥
নিজতনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী ।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।
এবে নিজ কালো, তনুরেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী ।
পূর্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছে জননি মনে বিচারি ।
মহাকাল কানু, শ্যামশ্যামা তনু
একই সকল বুঝিতে নারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩৪। কালী-কীর্তন
মুলতান - একতালা

কালো মেঘ উদয় হল অন্তর-অম্বরে ।
নৃত্যতি মানসশিখী কৌতুকে বিহরে,
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধরাধরে ।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে ।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষাভয় ঘুচিল সত্ত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে ।
রামপ্রসাদ বলে, আর জন্ম হবে না জঠরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৮৭। কালী-কীর্তন

ললিত - তিওট

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কী রঙ্গ, তরুণ বয়েস ।
দনুজদলনা, ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী-বেশ ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড়ো রঙ্গিণী, নগনাসমানবেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস,
সুরাসুর নর-হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গরগর, নরকর, কটিদেশ ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননি কালীকে,
ভবপারাবার তরাবার ভার, হরবধু হরো ক্লেশ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২। কালী-কীর্তন

কে জানে গো কালী কেমন ।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে, হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন ।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জানো কেমন ।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন ।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬৪। কালী-কীর্তন

কেন গঙ্গাবাসী হবো ।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন,
পরের রাজ্যে বাস করিবো ।
কালীর চরণতলে কত শত,
গয়া গঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব ।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮। কালী-কীর্তন

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল ।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রল ॥
মা নিম খাওয়ালে , চিনি বলে, কথায় করে ছল ।
ওমা ! মিঠার লোভে,
তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল ।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো,
আশা না পুরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হল ।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮৫। কালী-কীর্তন
ঝিঁঝিট - একতালা

কে মোহিনী ভালে বাল শশী,
পরম রূপসি বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী ।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড-অসি ॥
মরি কীবা অপরূপ, নিরখো দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী ।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি ।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ-রথী গজ-বাজি রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্যব্রহ্মময়ী মহেশী ।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১১। কালী-কীর্তন

কে রে কুঞ্জর-গামিনী, তনু-সৌদামনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী ।
যৌবন-সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥
কে রে নির্মল বর্ণাভা, ভুজগ-মণি-ভূষণ-শোভা
হরে, ভূষণে কীবা কাজ ।
পূর্ণচন্দ্র-কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিব দেব মহেশ ।
ভুলে কামরিপু, জরোজরো বপু,
সে রূপের কী কবো বিশেষ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪১। কালী-কীর্তন

কে রে বামা কার কামিনী ।
বসে কমলে ওই একাকিনী ॥
বামা হাসছে বদনে, নয়ন-কোণে
নির্গত হয় সৌদামিনী ।
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি ।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৬৯। কালী-কীর্তন

খাম্বাজ - তিওট

কে হর-হৃদি বিহরে ।
তনু রুচির, সজল-ঘন-নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে ।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কীবা শোভা মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুরঘটা, নবজলধরছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে ॥
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্ছিত মহী রে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষপান করি রে,
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২৫। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

> গিরি ! এবার আমার উমা এলে,
> আর উমা পাঠাব না ।
> বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥
> যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
> এবার, মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
> জামাই বলে মানব না ॥
> দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ;
> তিনি শ্মশানে মশানে ফিরে,
> ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৫। কালী-কীর্তন

গিরিবর ! আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে ।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে ।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা-সুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ-জননি যার ঘরে ।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১৫। কালী-কীর্তন
কৃষ্ণ-সংগীত

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধুবেশ ।
কষিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস ॥
বিচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ ।
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদী কূলে ।
স্বয়ম্ভূ পূজেন নিত্য করপদ্মফুলে ॥
নাভি-পদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে ।
লোমাবলি ছলে চলে করী কুম্ভ ভ্রমে ॥
ঈশ্বর মোহন ইষু নয়ন তরল ।
বিধি কি কজ্জলছলে মাখিলো গরল ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কী কাণ্ড ।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ-ডোর দুগ্ধভাণ্ড ॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান ।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১। কালী-কীর্তন

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে ।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে ॥
যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশবিদেশে ।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে ।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি,
ধরবে যখন অগ্রকেশে ।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসি কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে ॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে ।
রামপ্রসাদ মল, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৯। কালী-কীর্তন
ভৈরবী - একতালা

গেল না, গেল না, দুঃখের কপাল ।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না, মাসি হল কাল ॥
আমি, মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসি এসে তাহে দেয় না দুখ ;
মাসির মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস ;
পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭১। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - তিওট

চিকন কালোরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি-হৃদে বিহরে ।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল,
হিমকরনিকর রাজিত নখরে ।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমিরকলাপ নাশে,
ভাযে সুধা অমিত ক্ষরে রে ।
ভ্রমে কোকনদদল মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতি-অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কী কঠিনা দয়া না করে ।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শর খর,
কত কত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে ।
ও পদপঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৩। কালী-কীর্তন

ছি ছি মন তুই বিষম লোভা ।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা ॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা
ওরে, জ্ঞান-খড়্গে বলিদান,
করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা ।
ওরে, মায়াসূত্র, ভেদসূত্রে,
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা ।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৩। কালী-কীর্তন

ছি ছি মনভ্রমরা দিলি বাজি ।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজে
বিষয়বিষে হলি রাজি ॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ,
লোকে তোমায় কয় রাজাজি ।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি,
অহংকারমদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজি ।
তুমি ঠেকবে যখন, শিখবে তখন,
করবে কালে পাপোসবাজি ॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ।
পড়ে চোরের কোটায়, মন টুটায়,
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি ॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আসবে হাজি ।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কী করিবে ও বাবাজি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮৯। কালী-কীর্তন
গৌরী - একতালা

জগত-জননি তুমি গো মা তারা ।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত-ছাড়া গো মা তারা ॥
দিবা অবসানে রজনি কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে ।
মম জীর্ণ-তরি, মা আছে কান্ডারি,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠাইলে মাসির পারা ।
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৬। কালী-কীর্তন

জগদম্বার কোটাল, বড়ো ঘোর নিশায় বেরুল,
জগদম্বার কোটাল !
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ।
অর্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা-জাল ॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল ।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যে জন সাধক বটে, তার কী আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভালো ভালো ।
মন্ত্রসিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ-পরকাল ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কী আছে জঞ্জাল ।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩০। কালী-কীর্তন

জগদম্বারে যব পুরে বেণু, যব পুরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদ-রেণু ।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু ॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ ।
কী প্রেম-তরঙ্গ, সো মা কি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ,
হত কোকিল-মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ ।
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে,
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৬। কালী-কীর্তন
মুলতান - একতালা

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী ।
তপনতনয়-ভয়চর-বারিণী ।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
ভবপারাবার-তরনি ।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা, হীন-মূলা,
মূলাধার অমলকমলবাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতা, খিল মাতা, খিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী ।
হংসরূপে সর্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয়-স্থিতি, ত্রিধাকারিণী
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভনে রামপ্রসাদ, তার বিষফল জানি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৯৮। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

জয় কালী জয় কালী বলে,
জেগে থাকোরে মন ।
তুমি ঘুম যেয়ো নারে ভোলা,
মন ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন ।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৪। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

জয় কালী জয় কালী, বলে জেগে থাকো রে মন ।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে (ভোলামন),
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন ।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁদ
হরে লবে সব রতন ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯৬। কালী-কীর্তন
খটভৈরবী - পোস্তা

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা ।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা ।
কেহ যায় মা পালকি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ উড়ায় শাল - দুশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭০। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

জানিলাম বিষম বড়ো, শ্যামা মায়েরই দরবার রে ।
সদা ফুকারে ফরিয়াদি বাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥
আরজ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাষ্য কীবে,
দেয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কী কথার রে ॥
লাখ উকিল করেছি খাড়া,
সাধ্য কী মা ইহার বাড়া ।
তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছে কালী ।
রামপ্রসাদ বলে, প্রাণ কালী
করিল আমার রে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৯। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে ।
ভবে আমার কী হইবে গো মা ॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময় ।
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে ॥
পলাবার পথ নাইকো জালে,
পলাবি কী মন ঘেরেছে কালে ।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাকো,
শমন দমন করবে এসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫৪। কালী-কীর্তন

ডাকোরে মন কালী বলে ।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি,
ভুলো না মন সময়কালে ॥
এ সব ঐশ্বর্য ত্যজো, ব্রহ্মময়ী কালী ভজো,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজো, চতুর্বর্গ পাবে হেলে ।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে,
কাল-ফাঁসি লাগবে গলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে,
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আমসি খাবে আম ফুরালে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩। কালী-কীর্তন

ডুব দে মন কালী বলে ।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখনো,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে ।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ।।
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে ।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে ।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহারলোভে সদাই চলে ।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ।।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে ।।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৭৯। কালী-কীর্তন

খাম্বাজ - ঢিমাতেতালা

ঢলঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে ।
নিরখো হে ভূপ, ঈশ শবরূপ,
উরসি রাজে চরণ ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল ।
সতত ঝলকে কিরণ ।
এ কী চতুরানন হরি, কলয়তি শংকরী,
সম্বরণ করো রণ ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে,
চরণে অচলচালন ।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত মে মত্ত বারণ ॥
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৫৯। কালী-কীর্তন

রামকেলি - আড়া

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে ।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে,
দলে দানব দলে, ধরি করতলে, গজ গরাসে ॥
কে রে, কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে ।
কে রে, নীল কমল, শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ।
কে রে নীলকান্ত, মণি-নিতান্ত,
নখরনিকর তিমির নাশে ।
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে ॥
দিতিসুতচয় সবার হৃদয়,
থরথরথর, কাঁপে হুতাশে ।
মাগো ! কোপ করো দূর, চলো নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৫। কালী-কীর্তন

তাই কালোরূপ ভালোবাসি ।
জগমন্মোহিণী মা এলোকেশী ॥
কালোর গুণ ভালো জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি ।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কালো বরন ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশি ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সি
ওই যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশামেশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০। কালী-কীর্তন
বিভাস - ঝাপতাল

তাই বলি মন জেগে থাকো,
পাছে আছে রে কাল-চোর ।
কালী নামের অসি ধরো, তারা নামের ঢ◌াল,
ওরে সাধ্য কী শমনে তোরে করতে পারে জোর
কালী নামে নহবত বাজে করি মহাসোর ।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনি করো ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর ।
কত মহাপাপী তরে গেল,
রামপ্রসাদ কি চোর ?

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮৮। কালী-কীর্তন
বিভাস - একতালা

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা ॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে ।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতীমধ্যে শোভা করে ॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে ।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ত, ক, ক, ঠ,
ষোলো স্বর কণ্ঠায় বিহারে ।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি ,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে ।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত-মধুব্রত-স্বরে ।
ধরাজল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে ॥
ফিরে করো কৃপাদৃষ্টি, পুনর্বার হয় সৃষ্টি
চরণযুগলে সুধাক্ষরে ।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোনো নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদভরে ।
নিদ্রাভঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে ॥
মুক্তি-কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে ।

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥
চারি ছয় দশ বারো, ষোড়শ দ্বিদল আরো,
দশ শত দল শিরোপরে ।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দসাগরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯২। কালী-কীর্তন

তারা ! আর কী ক্ষতি হবে ।
হ্যাদে গো জননি শিবে ॥
তুমি লবে লবে বড়োই লবে প্রাণকে আমার লবে
থাকে থাক যায় যাক এ প্রাণ যায় যাবে ।
যদি অভয়পদে মন থাকে তো
কাজ কী আমার ভবে ॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কী দেখাও শিবে ।
একি পেয়েছো আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥
আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে ।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়-পদে ডুবে ॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ।
আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে ॥
প্রসাদ বলে, আমি গেলে তুমিই তো মা রবে ।
তখন আমি ভালো কি তুমি ভালো, তুমিই বিচারিবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৯। কালী-কীর্তন
মুলতানি - একতালা

তারা তোমার আর কি মনে আছে ।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে,
তেমনি সুখ কি পাছে ।
শিব যদি হয় সত্যবাদী,
তবে কি তোমার সাধি,
মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে ॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমাদের সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা,
কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়ো,
মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৮। কালী-কীর্তন

তারা-তরি লেগেছে ঘাটে ।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরি চলো বেয়ে ;
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে ॥
বাজারে বাজার করো মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে ।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কী করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধো রে বুক এঁটেসেঁটে ।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি
ভবের মায়াবেড়ি কেটে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬০। কালী-কীর্তন
ললিত - আড়খেমটা

তারা নামে সকলি ঘুচায় ।
কেবল রহে মাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায় ।
ওমা, তোর নামেতে তেমনই ধারা,
তেমনই তো দেখায় ॥
যেজন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশভয় !
এমা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয় ।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায় ।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায় ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৮। কালী-কীর্তন

তাঁহার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ আছে ।
যে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্র বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য-খোঁটা ধর্ম-বেড়া,
এ দেহের চৌদিকে ঘেরেছে ।
এখন কাল-চোরে কৌ করতে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছটা বলদ,
ঘর হতে বাহির হয়েছে ।
কালীনাম অস্ত্রের ধারে,
পাপতৃণ সব কেটে গেছে ॥
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে ।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্বর্গ ফল ধরেছেন ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১২০। কালী-কীর্তন

ললিতখাম্বাজ - একতালা

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
বদন ভরে মাকে ডাকি রে ।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি না এসেন দেখিরে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কীরে ।
তবে তারা-নামের কবচ-মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখনো নাতান, কখনো সাতান,
কখনো বাকির দায়ে না ঠেকি রে ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পারে ।
যার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাবো কীরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬৫। কালী-কীর্তন

তুই যা রে কী করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি ।
মনোবেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি ।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনই করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফয়দা ।
হামেশ রুজু ভক্তি পেয়াদা দু-নয়ন দারোয়ান দিয়েছি
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি ।
তাই সর্ব-জ্বর-হর লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙে দিয়েছি ।
মুখে কালী কালী কালী বলে,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪২। কালী-কীর্তন
সোহিনীবাহার - একতালা

তুমি এ ভালো করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না ।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কী মোর ! হোক দিলে দিলে বাজি,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজি ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর ।
এবার মজুরি হল না, মজুরা চাবো কী,
কী জোরে করিবো জোর গো ॥
আছো তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর ।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এমা ঘোর মহানিশা, মন যোগে জাগে,
কী কাজ তোর কঠোর ।
আমার এ-কূল ও-কূল, দুকূল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এমা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম-ডোর ।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দু-টানায়,
মরে মন ভূঁড়া চোর গো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯১। কালী-কীর্তন
জয়জয়ন্তী - একতালা

তুমি কার কথায় ভুলেছো রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখি ।
আমারই অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন ।
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে,
ওরই সুখে হইলে সুখী ॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ করো অবিশ্রাম,
মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
একবার শ্যামা বলোরে দেখি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৪৯। কালী-কীর্তন

খটভৈরবী - একতালা

তোমার সাথি করে ও মন ।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥
তনুর তরি ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে ।
যার যার গুরুর নামে, বাদাম দিয়ে চলে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে,
সোজা হয়ে চলো রে ।
নইলে আঁধারের কুটিরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৬। কালী-কীর্তন
তত্ত্ব-সংগীত
বসন্তবাহার - আড়া ।

ত্যজো মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কোরো আতঙ্গ ।
অনিত্য বিষয় ত্যজো, নিত্য নিত্যময়ে ভজো,
মকরন্দ রসে মজো, ওরে মনোভৃঙ্গ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হলে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্মীকে কি কর্মে ছাড়ে, তার কী প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫৫। কালী-কীর্তন

থাকি একখান ভাঙা ঘরে ।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,
আছে কালীর নামের জোরে ।
ওই যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙিয়ে পড়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২০। কালী-কীর্তন

দরদরদর ঝরত লোর,
চরচরচর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা ।
রানি বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা ॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙুর নাদ, কিঙ্কিণি রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমল নিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা ।
কলিত ললিত মুকুতাহার,
মেরু বিকচ হিমকরাকর,
বিবুধ তটিনী বিশদ নীর, ছলে তনুরঞ্জনা ॥
কষিত কনক বিমল কান্তি,
মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু-তিরপিত নয়ন-সুখ, কল্মষনিকর ভঞ্জনা ।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবি-তনয়-শঙ্কা, মদন-মথন অঙ্গনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২২৯। কালী-কীর্তন

দয়াময়ী আইস আইস ঘরে ।
তোমার ও চাঁদবয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে ॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ,
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ-ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আমার,
এ মন তোমাতে রয়েছে বাঁধা,
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা ।
কী পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা ॥
যদি কন্যাভাবে দয়া গো,
তবে বাছা এই কথা রাখো মার ।
গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়ো,
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাষে জননি,
মা কত কাচোগো কাচ ।
মহেশ পিতা, তুমি মাতা, পিতার
প্রসবস্থলী মাতার, মহেশ-ঘরে আছ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১২৭। কালী-কীর্তন

ঝিঁঝিট - একতালা

দিবানিশি ভাবো রে মন, অন্তরে করালবদনা ।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না ।
সদা পদ্মবনে ; হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে করো স্থাপনা ॥
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখো না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
পুরাইতে অধিক বাসনা ।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কী গুণ বলো না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৯। কালী-কীর্তন

দীন দয়াময়ী কী হবে শিবে ।
বড়ো নিশ্চিন্তে রয়েছ,
তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥
এ ঘাটে তরণি নাইকো,
কীসে পার হবো মা ভবে,
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস করো তবে ॥
ডাকি পুনঃপুন শুনিয়া না শুনো,
পিতৃধর্ম রাখলে ভবে ।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,
স্মরণ নিবার কাজ কী তবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
মোর ক্ষতি কিছু না হবে ।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৪২। কালী-কীর্তন

দুঃখের কথা শুনো মা তারা ।
আমার ঘর ভালো নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এমনি কাজের ধারা ।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে,
মানব ঘরে ফের ঘোরা ।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হল গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা ।
ঘরের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছজনেতে কল্লে সারা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫১। কালী-কীর্তন

দূর হয়ে যা যমের ভটা ।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা ॥
বল্ গে যা তোর যমরাজারে,
আমার মতন নিছে কটা ।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস ব্যাটা ।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২১৬। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

নটবর বেশে বৃন্দাবনে,
কালী হলে রাসবিহারী ।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী ।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।
এবে নিজে কালো, তনুরেখ ভালো,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী ।
পূর্বে শোণিতসাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননি মনে বিচারি ।
মহাকাল কালী, শ্যামা শ্যামতনু,
একই সকল, বুঝিতে নারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৪। কালী-কীর্তন
বিভাস - তিওট

নব-নীল-নীরদ-তনু-রুচি কে ?
ওই মনোমোহিনী রে ॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ
কোটি চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি,
সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি
গলিত কুন্দলপাশ ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত,
সতত সঘনে নিবাস ॥
বামার বামকর পর, খড়্গ নরশির,
সব্যে পূর্ণাভিলাষ ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় করো নাশ ।
তব নাম বদলে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাস ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৮৩। কালী-কীর্তন

ললিত - রূপক

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ।
বিগলিতচিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা ।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুরমুখী মধুরলালসা ॥
সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গলধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীনকর্ম্মনাশা ।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহরব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগবাসা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২০৮। কালী-কীর্তন

মুলতানি - একতাল

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো ।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ।
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো ॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৭। কালী-কীর্তন

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা ।
বুঝে বুঝলি না রে মন ঠ্যাঁটা ॥
কোথা রবে ঘরবাড়ি তোর,
কোথা রবে দালান-কোঠা ।
যখন আসবে শমন, বাঁধবে কষে মন,
(ও মন !) কোথা রবে বাপ-খুড়া-জ্যাঠা ॥
মরণসময় দিবে তোমায়,
ভাঙা কলসি ছেঁড়া চেটা ।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে,
আছে রে যে জাবদা আঁটা ॥
যত ধন জন সব অকারণ,
সঙ্গেতে না যাবে কেটা ।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে,
ছাড় রে সংসারের ল্যাঠা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২৪। কালী-কীর্তন
আগমনি-সংগীত

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু ।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু ॥
ছলছলছল নয়ন । লোলচন্দ্র বদনে চুম্বন ॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী ।
গদগদগদ কহত রানি ॥
কোটিজনম পুণ্যজন্য ।
কোলে কমল-লোচনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫৫। কালী-কীর্তন

পতিতপাবনী তারা,
ওমা কেবল তোমার নামটি সারা ॥
ওই যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা ॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙে শাপ দিল ।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্যকারণ তোমার নাই ।
ঙয়ায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল ব্যাটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভজে
দিয়াছি গোলামি খত, এখন কি আর আছে চারা
আমি দিলাম নাকে খত, তুমি দাও মা ফারখত ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৮। কালী-কীর্তন

পুরলো নাকো মনের আশা ।
আমার মনের দুঃখ রইল মনে ॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,
সুখের আর কীবে ভরসা ।
আমি বলবো কী করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্মনাশা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
ভেবে ভেবে পাইনে দিশা ।
আমি অভয়পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উলটা দশা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১৯। কালী-কীর্তন

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী ।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী ॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে ॥
কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুসুমশরে ॥
কীবা চাঁচর সুন্দর কেশ ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ ॥
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখ-পদ্ম করেছে প্রকাশ ।
উরে কলিকা যে আছে,
কী জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস ॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হল আর ।
একী শ্রীবদন ছবি উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার ।
অলকা কোলে মতিহার,
কীবা বিচিত্র ভাব বিধাতার ।
যেন রাহুর মুখমাজে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার ॥
আঁখি লোল অনুমানি এই
চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই ।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ নিহারই সেই ॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান ।
সেই শ্যামসুন্দর মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১।

শ্রীগুরু-বন্দনা

সুরটমল্লার-কাওয়ালি

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং।
অন্ধপট খোলে ধন্ধ সব হরণং।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং ।
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং ।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণে মরণং ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২১। কালী-কীর্তন
শিব-সংগীত

বমবমবম ভোলা ।
মাগি যেমন, মিনসে তেমন, তেমনি দুটি চেলা ॥
আরোহণ বৃষোপরে, শিঙে ডম্বুর করে,
মুখে বলে হরে হরে, রুদ্রাক্ষমালা ॥
জটাতে কুলুকুলুধ্বনি, বিরাজিতা সুরধুনী ।
মস্তকেতে মণি ফণী, অর্ধচন্দ্রভালা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৫২। কালী-কীর্তন

পিলুবাহার - যৎ

বলো ইহার ভাব কী, নয়নে ঝরে জল
(গ্রহণে কালীর নাম) ।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বলো ॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায় !
কালী-নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢলঢল ॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিবশিরে গঙ্গা তারই, প্রবাহ নির্মল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা-যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী-তটে আপন নিকটে দিয়ো স্থল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৫০। কালী-কীর্তন

বলো দেখি ভাই কী হয় মলে ।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে ।
এক ঘরেতে বাস করিছে,
পঞ্চজনে মিলেজুলে ॥
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে ।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান কালে ।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭। কালী-কীর্তন

বলো মা আমি দাঁড়াই কোথা ।
আমার কেহ নাই শংকরী হেথা ।।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথাতথা ।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা ।।
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দূরে যাবে মনের ব্যাথা ।।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা-
ওমা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়মালা আর ঝুলিকাঁথা ।।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭২। কালী-কীর্তন

বড়াই করো কীসে গো মা ।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই করো কীসে ॥
আপনি খ্যাপা, পতি খ্যাপা, খ্যাপা সহবাসে ।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন পুরুষে ॥
মাগিমিনসে ঝগড়া করে, রইতে নার বাসে ।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে ॥
প্রসাদ বলে, মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে ।
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে,
বিরাজে কৈলাসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৭। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - ঢিমাতেতালা

বামা ও কে এলোকেশে ।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥
কী সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে ।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কী আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া,
ধরোরে বলিয়া, ঘন হাসে ।
কাহার নারীরে চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ।
কারে আর ভজোরে, ও পদে মজোরে,
রূপে আলো করিছে দিগদশে ।
কী করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে চলো কৈলাসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪৬। কালী-কীর্তন

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে -
ক্ষার হবে তার পরিপাটি ।
করো মনকে ধোলাই, আপদ বালাই,
মনের ময়লা ফেলো কাটি ॥
কালীদহের কূলে চলো,
সে জলে ধোপ ধরবে ভালো,
পাপ-কাষ্ঠের আগুন জ্বালো,
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫১। কালী-কীর্তন

ভবে আর জন্ম হবে না ।
হবে না জননির জঠরে ॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিবশংকরে ।
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে ।
ওমা কৈলাসগিরি, দিব্যপুরী,
দেখাও এবার মা আমারে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮। কালী-কীর্তন
পিলুবাহার - যৎ

ভবের আসা, খেলব পাশা,
বড়োই আশা মনে ছিল ।
মিছে আসা ভাঙা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পল ॥
প-বারো আঠারো ষোলো যুগে যুগে এলেম ভালো ।
শেষে কচ্চে-বারো পেয়ে মাগো
পাঁজা-ছক্কায় বদ্ধ হল ॥
ছ-দুই আট, ছ-চার দশ,
কেহ নয় মা আমার বশ ।
আমার খেলাতে না হল যশ,
এবার বাজি ভোর হইল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৪। কালী-কীর্তন

ভাব কী ! ভেবে পরান গেল ।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালো রূপ হল ॥
কালো বড়ো অনেক আছে
এ বড়ো আশ্চর্য কালো ।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে,
হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥
রুপে কালি নামে কালী,
কাল হইতে অধিক কালো ॥
ওরুপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগেনা ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল ।
না দেখে নাম শুনে কানে,
মন গিয়া তায় লিপ্ত হল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯৪। কালী-কীর্তন

ভালো নাই মোর কোনো কালে ।
ভালোই যদি থাকবে আমার,
মন কেন কুপথে চলে ॥
হ্যাদে গো মা দশভুজা ।
আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকব কালী কালী বলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধরো ধরো বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪০। কালী-কীর্তন

ভালো ব্যাপার মন করতে এলে ।
ভাসিয়ে মানব-তরি কারণ-জলে ॥
বানিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে ।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারাল মূলে ॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুত ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে,
গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ।
পাঁচ জিনিস নে ব্যাবসা করা,
পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কী হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৯। কালী-কীর্তন

ভূতের বেগার, খাটবো কত ।
তারা বলো আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত ॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত ।
ও মা, ষড়রিপু সাহায্য তায়,
হল ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভবসংসারে,
দুঃখ পেলেম যথোচিত ।
ও মা, যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মতো ॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচল না সে মুখের তিতো ।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩১। কালী-কীর্তন
গারাভেরবী - যৎ

ভেবে দেখো মন কেউ কারো নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে ।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্তা ব'লে সবাই বলে ॥
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্তা এলে ।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে ॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবরছড়া,
অমঙ্গল হবে বলে ।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে ।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কী করিতে পারবে কালে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০। কালী-কীর্তন

ভাবো না কালী, ভাবনা কীবা ।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা
অরুণ-উদয়কাল, ঘুচিল তিমিরজাল ।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,
খেলাধুলা কে ভাঙিবা ॥
যেখানে আনন্দহাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ ।
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা ॥
যে রসিক ভক্তশূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙল ভুর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৩৫। কালী-কীর্তন

মুলতানি - একতালা

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দকাননে ।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন, করো না এই মনে ॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে ।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে ।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কীবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৫২। কালী-কীর্তন

মন করো কী তত্ত্ব তাঁরে ।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে ।
মন অগ্রে শশী বশীভূত,
করো তোমার শক্তিসারে ॥
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটুরি
ভোর হলে সে লুকাবে রে ।
ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে ।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ যুগান্তরে ।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাড়ি,
বুঝোরে মন ঠারেঠোরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৩৩। কালী-কীর্তন

মুলতান - একতালা

মন কালী কালী বলো ।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপো না,
ওরে ও মন, কেন ভুলো ॥
কিঞ্চিৎ কোরো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল ।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হল ভালো, কাল গেল মন কালী বলো,
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলো, ভব-পারাবারে চলো,
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুলো ।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপো,
বেলা অবসান হইল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৩৭। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

মন কী করো ভবে আসিয়ে ।
ওরে দিবে অবশেষে, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে ॥
হং-বর্ণ পূরকে হয়, সঃ-বর্ণ রেচকে বয় ।
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে ॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলই হইলে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে ।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়,
ততোধিক সঙ্গমসময়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫। কালী-কীর্তন

মন কেন মার চরণছাড়া ।
ও মন ভাবো শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধো দিয়া ভক্তিদড়া ॥
থাকতে নয়ন, দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপালপোড়া ।
মা ভক্তে ছলিতে, তণয় রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালোবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে ।
মলে দণ্ড দু-চার কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবরছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া ।
মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসরবস্ত্র গায় দিবে,
চারকোনা মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা ।
বের হয়ে দেখো কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭১। কালী-কীর্তন
জংলা - একতালা

মন কেন রে পেয়েছো এত ভয় ।
ও তুমি কেন রে পেয়েছো এত ভয় ॥
তুফান দেখে ডোরো না রে, ও তুফান নয় ।
দুর্গানাম তরণি করে বেয়ে গেলে হয় ॥
পথে যদি চৌকিদারে, তোরে কিছু কয় ;
তখন ডেকে বোলো, আমি শ্যামা মায়েরই তনয় ॥
প্রসাদ বলে খ্যাপা মন, তুই কারে করিস ভয় ।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয় ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০১। কালী-কীর্তন

মন কেন রে ভাবিস এত ।
যেমন মাতৃহীন বালকের মতো ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত ।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়,
এ যে বড়ো অদ্ভুত ।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥
একী ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মতো ।
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে,
দুর্গা বলো অবিরত ।
যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি',
হবে রে তোর তেমনি মতো ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
মন করো রে মনের মতো ।
(ও মন), গুরুদত্ত তত্ত্ব করো,
কী করিবে রবিসুত ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫৮। কালী-কীর্তন

মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুন্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ-তালাশি ।
ওই যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশি ।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী ।
শ্মশানবাসিনীবাসী, অযোধ্যা-গোকুলনিবাসী ॥
ভৈরবী ভৈরবসঙ্গে, শিশুসঙ্গে এক বয়সি ।
যেমন অনুজ ধানুকিসঙ্গে, জানকী পরম রূপসি
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি ।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১। কালী-কীর্তন

মন কোরো না সুখের আশা ।
যদি অভয়পদে লবে বাসা ॥
হয়ে ধর্মতনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা ।
হয়ে দেবের দেব সদবিবেচক,
তেঁই তো শিবের দৈন্যদশা ॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড়ো কসা ।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
কোরো না এ কথায় গোঁসা ॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা ।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা ॥
করে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
এড়াবে না রতি মাসা ।
প্রসাদের মন হও যদি মন,
কর্মে কেন হও রে চাষা ।
ওরে মনের মতন করো যতন,
রতন পাবে অতি খাসা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪৩। কালী-কীর্তন

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলা ধূলি ।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি
ভাঙব যমের মাথার খুলি ॥
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি ।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি,
গলে দিলি কাঁথাঝুলি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২১। কালী-কীর্তন

মন-গরিবের কী দোষ আছে ।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥
তুমি কর্ম, তুমি ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে ।
ওমা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,
তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।
ওমা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ,
চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে, কর্মসূত্র,
সে সুতার কাটনা কেটেছে ।
ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
খ্যাপাখ্যাপি খেল খেলিছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০০। কালী-কীর্তন

মন জান না কী ঘটবে ল্যাঠা ।
যখন উর্ধ্ব বায়ু রুদ্ধ করে,
পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা ।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হও রে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখি, আটক করবে কেটা ।
ওরে জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা ।
তারা যা বলিছে, তাই করিছ,
এমনই বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জান তো, মনে মনে যেটা ।
আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি, বুঝাইবো সেটা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪৭। কালী-কীর্তন

মন তুই কাঙালি কীসে ।
ও তুই জানিস নারে সর্বনেশে ॥
অনিত্য ধনের আশে,
ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি-নিধি,
দেখিস নারে বসে বসে ॥
মনের মতো মন যদি হও,
রাখোরে জোগাতে নিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধরবে না আর কাল-বিষে ॥
গুরুদত্ত রত্ন-তোড়া বাঁধোরে যতনে কষে ।
দীন, রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয়চরণ পাবার আশে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৯। কালী-কীর্তন

মন তুমি কী রঙ্গে আছো ।
ও মন, রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ ।
রঙের বেলা রাঙয়ে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মানিক,
মাটির দরে তাই বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেইরূপে মন মজায়েছ ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে,
সেরূপের কীরূপ ভেবেছ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯০। কালী-কীর্তন

মন তুমি দেখো রে ভেবে ।
ওরে, আজি অব শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে
ভব-ঘোরে রয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী-ভবে ।
সদা ভাবো সেই ভবানী-পদ, যদি ভবপারে যাবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮১। কালী-কীর্তন

মন তোমার এই ভ্রম গেল না ।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জানো না ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্নসোনা ।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জানো না ।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৪। কালী-কীর্তন

মন তোরে তাই বলি বলি ।
এবার ভালো খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি ।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি ।
ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেমনি গেলি তেমনি গেলাম,
করে দিলি মিজাজ আলি ।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালি ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলী ।
ওরে জানো না কি হৃদে গেঁথে,
রেখেছি দক্ষিণাকালী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০০। কালী-কীর্তন

মন তোর এত ভাবনা কেনে ।
একবার কালী বলে বলে বসোরে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা,
অহংকার হয় মনে মনে ।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি,
কাজ কী রে তোর সে গঠনে ।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা,
কাজ কী রে তোর আয়োজনে ।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি করো আপন মনে ॥
ঝাড়-লন্ঠন বাতির আলো,
কাজ কী রে তোর সে রোশনায়ে,
তুমি মনোময় মানিক্য জ্বেলে
দেও না জ্বলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি,
কাজ কী রে তোর বলিদানে ।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও ষড় রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কাজ কী রে তোর সে বাজনে ।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখো সেই শ্রীচরণে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩০। কালী-কীর্তন

মন ভুলো না কথার ছলে ।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ।
সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে ।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
অহর্নিশি থাকো বসি, হরমহিষীর চরণতলে ।
নইলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে ॥
যন্ত্র-ভরা মন্ত্র-সোঁড়া, অণ্ড ভাসে যেই জলে,
সে যে অকূল-তারণ, কুলের কারণ,
কূল ছেড়ো না পরের বোলে ।
ত্রিগুনে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে ।
সত্ত্বে ধর্ম, তমে মর্ম, কর্ম হয় মন রজ মিশালে ॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে ।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯০। কালী-কীর্তন

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে ।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি,
কূপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্বনাশী,
ত্রিবেণীস্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালীনাম মহৌষধি ভক্তিভাবে পান বিধি ।
(ওরে) গান করো, পান করো,
আত্মারামের আত্ম্য হবে ।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত ।
ওরে সকলই সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে
প্রসাদ বলে মনভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,
ওরে কাঁটাবৃক্ষের তলে গিয়ে,
মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১২৮। কালী-কীর্তন

মন যদি মোর ঔষধ খাবা ।
আছে শ্রীনাথদত্ত, পটল সত্ত্ব,
মধ্যে মধ্যে ওইটি চাবা ॥
সৌভাগ্য করো রে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের করো সেবা ।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভবরোগে মুক্ত হবা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৪। কালী-কীর্তন

মন যদি মোর ভিয়ান করিস ।
ওরে কালীনাম কাশীর চিনি,
বদন-খোলাতে ঢালিস ॥
বর্ণমালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস ।
আর আলস্য ত্যজিয়া সদা রসনা-তাড়ুতে নারিস ।
ভ্রুমধ্যে দ্বিদল-চক্রে চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস ।
সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩১। কালী-কীর্তন

মন রে আমার এই মিনতি ।
তুমি পড়াপাখি হও, করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড়ো মন,
পড়লে শুনলে দুধিভাতি ।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠ্যাঙার গুতি ॥
কালী কালী কালী পড়ো মন,
কালীপদে রাখো প্রীতি ।
ওরে, পড়ো বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের করো গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি ।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে,
করো রে চার ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুনো যুকতি ।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২১২। কালী-কীর্তন

মন রে আমার ভোলা মামা ।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা ॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি ।
ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে,
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা ॥
বাদে হইলে অঙ্ক বাকি,
তবে হবে তহবিল বাকি ।
তহবিল বাকি বড়ো ফাঁকি,
হবে না তোর লেখার সীমা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কীসের খরচ কাহার জমা ।
ওরে অন্তরেতে ভাবো বসি,
কালী তারা উমা শ্যামা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬। কালী-কীর্তন

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমি রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা ।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না ।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ।।
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না ।
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ।।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তিবারি তায় সেঁচো না ।
ওরে একা যদি, (মন রে আমার)
না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ।।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৫। কালী-কীর্তন

মনরে তোর চরণ ধরি ।
কালী বলে ডাকোরে, ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরি ।
কালী নামটা বড়ো মিঠা, বলোরে দিবা শর্বরী ।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরি ।
তিনি তনয় বলে দয়া করে,
তরাবেন এ ভববারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৪২। কালী-কীর্তন

মন রে তোর বুদ্ধি একী ।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,
তালাশ করে বেড়াস সে কী !
ব্যাধের ছেলে পাখি মারে,
জেলের ছেলে মৎস্য ধরে ।
(মন রে) ওঝার ছেলে গরু হলে,
গোসাপে তায় কাটে না কি ?
জাতি-ধর্ম-সর্প-খেলা,
সেই মন্ত্রে কোরো না হেলা ।
(মন রে) যখন বলবে বাপ সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০২। কালী-কীর্তন

মন রে ভালোবাসো তাঁরে ।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে ।
এই করো ধার্য কীবা কার্য অসার পসারে ॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকারে ॥
সংসার কেবল কাজ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহংকার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ, বলো কী বিচারে ॥
যা করেছ চারা কীবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাবো শিবা, সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ করো অবিরাম, শুধাও রসনারে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮২। কালী-কীর্তন

মন রে শ্যামা মাকে ডাকো ।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখো ॥
পরিহরো ধনমদ, ভজো পদ কোকনদ ।
কালেরে নৈরাশ করো, কথা শুনো, কথা রাখো ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম ।
অষ্টযামের অর্ধযাম, আনন্দেতে সুখে থাকো ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় করো জয় ।
মারো ডঙ্কা ত্যজো শঙ্কা, দূরছাই করে হাঁকো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩০। কালী-কীর্তন

মন হারালি কাজের গোড়া ।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি,
কোথায় পাবো টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ।
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া ।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া ।
ওরে সেই কালের করো বিনাশ,
ন্যাস ধরো রে মন্ত্র সোঁঢ়া ॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কী মন,
পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া ।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি,
তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৮২। কালী-কীর্তন

বিভাস - ঢিমেতেতালা

মরি ও রমণী কী রণ করে ।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে ।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকরকর ঢাকে চিকুরপাশে ॥
আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ-প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে ।
নিরুপম রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
প্রবলদনুজঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, জোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কীবা সুরসাল, গান বিভাসে ।
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে জোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে ।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা, চলো কৈলাসে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৫০। কালী-কীর্তন

মরি গো এই মন-দুঃখে ।
ওমা মা বিনে দুঃখ বলবো কাকে ॥
একী অসম্ভব কথা, শুনে বা কী বলবে লোকে ।
ওই যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা,
রাখলে যারে পরম সুখে ।
ওমা আমি কত অপরাধী,
লুন মেলে না আমার শাকে ॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে ।
ওমা মায়ের মতো কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৪৩। কালী-কীর্তন

মরলেম ভূতের বেগার খেটে ।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারি মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে ।
আমি দিন-মজুরি নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে ।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আমার গেল ঘেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা-দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে
আমি তেমনি মতো ধরতে চাই মা,
কর্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম-ডুরি দে মা কেটে ।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩২। কালী-কীর্তন

মা আমার অন্তরে আছ ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥
তুমি পাষাণমেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ কাচাও মা কাচ ॥
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচো ॥
বুঝে ভার দেয় না যেজন, তার ভার নিতে হাঁচ ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাচ ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমলসাঁচ ।
তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২২। কালী-কীর্তন

মা আমার খেলান হল ।
খেলা হল গো আনন্দময়ী ।
ভবে এলাম করতে খেলা, করিলাম ধুলাখেলা ।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল ।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলাখেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কী করি বলো ।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া,
মুক্তিজলে টেনে ফেলো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৪৩। কালী-কীর্তন

মা আমার বড়ো ভয় হয়েছে ।
সেথা জমা-ওয়াশিল দাখিল আছে ॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কী হবে পাছে ।
ওই যে চিত্রগুপ্ত বড়োই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্ম জন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকি জের টেনেছে ।
যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল,
কর্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশি,
তলব কীসে রাজার কাছে ।
ওই যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪। কালী-কীর্তন

মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত ।
তুমি কী দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত ।।
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়াজগত ।।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত ।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মতো ।।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত ।।

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৫৩। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

মা আমি পাপের আসামি ।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমি ।
তাই বারে বারে নালিশ করি, দিতে হবে কমি ॥
আমি মলে এ মহলে, আর নাই হামি ।
মা গো এখন ভালো না রাখ তো, থাকুক রামরামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি ।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬২। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - রূপক

মা কত নাচো গো রণে ।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে, কত নাচো গো রণে ॥
সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে
কত বাজিত কটিতটে,
নরকরনিকর কুণপ শিশু শ্রবণে,
অধর সুললিত, বিম্ববিনিন্দিত,
কুন্দ বিকশিত, সুদশনে ॥
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে ।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কীবা শোভা ও বরণে ।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস,
নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৬। কালী-কীর্তন

মা গো আমার কপাল দুষি ।
দুষি বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী ।
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষিসকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙল চষি ॥
না করিলাম ধর্ম কর্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি ।
আমি যাওয়ার পথে কাঁটা দিয়ে,
পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারতভূমে, মা ! কী কর্ম করিলাম আসি
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল,
অকূল পাথারে ভাসি ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি ।
ওমা, যখন শমন জোর করিবে,
দুর্গানামে দিব ফাঁসি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩। কালী-কীর্তন

মাগো তারা ও শংকরী ।
কোন অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রি জারি ॥
এক আসামি ছয়টা পেয়াদা,
বলো মা কীসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা করে ওই ছয়টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি ।
ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পানতি,
তারে দিলে জমিদারি ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকিল যে জনা,
ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারী ।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি,
যেরূপে মা আমি হারি ॥
পালাইতে স্থান নাই মা, বলো কীবা উপায় করি ।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৯৫। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

মা, তোমারে বারে বারে, জানাবো আর দুঃখ কত ।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের শেহলার মতো ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে ।
দাঁড়াও একবার দ্বিজমন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মতো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭০। কালী-কীর্তন

মা বলে ডাকিস না রে মন,
মাকে কোথা পাবে হে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন করে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৭৫। কালী-কীর্তন
লগ্নি - আড়খেমটা

মা বসন পরো ।
বসন পরো, বসন পরো, মা গো বসন পরো তুমি ।
চন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারি, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী ।
কত দেবতা করেছে পুজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ি গিয়েছিলে, মা গো কে করেছে সেবা ।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো বামহস্তে অসি ।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধিরধারা, মা গো গলে মুণ্ডমালা ।
হেঁট মুখে চেয়ে দেখো, পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোনার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনে ।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল,
মা গো আরো পাগল আছে ।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাওয়ার আশে গো ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৯। কালী-কীর্তন

মা বিরাজে ঘরে ঘরে ।
এ কথা ভাঙিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে ।
যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে
জানকী তার সমিভ্যারে ॥
জননি, তনয়া, জায়া, সহোদরা, কী অপরে,
রামপ্রসাদ বলে, বলব কী আর,
বুঝে লও গে ঠারেঠোরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৬৭। কালী-কীর্তন
গৌরীগান্ধার - একতালা

মা মা বলে আর ডাকব না ।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রনা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কী ক্ষমতা রাখো এলোকেশী ।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছো চক্ষুকর্ণ খেয়ে ।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ, মায়ের কি এক সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু ।
দিবানিশি ভাবি, আর কী করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৪৮। কালী-কীর্তন

মা হওয়া কি মুখের কথা ।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা !)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম করে, বলে সারে পিতামাতা ।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যাথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা ।
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধোরো না জগন্মাতা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৫১। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

মায়ার এ পরম কৌতুক ।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, আবদ্ধ জনে লুটে সুখ ॥
আমি এই আমার এই,
এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক ॥
আমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা ;
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ ।
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে ;
মনরে ওরে, তখনই নির্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক ॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখো রে মুখ ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৮। কালী-কীর্তন

মায়ের এমনি বিচার বটে ।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারই কপালে বিপদ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে ।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ সংকটে ॥
সওয়াল জবাব করবো কী মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য,
ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা,
ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে ।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৪৬। কালী-কীর্তন

মায়ের চরণতলে স্থান লব ।
আমি অসময়ে কোথা যাবো ॥
ঘরে জায়গা নাহয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কীগো ।
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥
প্রসাদ বলে উমা আমায়,
বিদায় দিলেও নাইকো যাব ।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯৩। কালী-কীর্তন
মুলতান - একতালা

> মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
> রসনা ! যা হবার তাই হবে ।
> দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে) না আরো পাবে
> ঐহিকের সুখ হল না বলে,
> কি ঢেউ দেখে নাউ ডুবাবে ॥
> রেখো, রেখো সে নাম সদা সযতনে,
> নিয়ো রে, নিয়ো রে নাম শয়নে স্বপনে ।
> সচেতনে থেকো (মন রে আমার),
> কালী বলে ডেকো, এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৩। কালী-কীর্তন

মুক্ত করো মা মুক্তকেশী ।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছো কি রাজমহিষী ।
তারা কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥
প্রসাদ বলে কী ফল হবে,
হই যদি গো কাশীবাসী ।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৫৬। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

মোরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম ।
আমার এ তনুতরণি ভবসাগরে ডুবাইলাম ।
এ ভবতরঙ্গে তরি বাণিজ্যে আনিলাম ।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গমাঝে চেয়ে না দেখিলাম ।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ।
প্রসাদ বলে মা গো আমি কী কাজ করিলাম ।
আমার তুফানে ডুবিল তরি আপনি মজিলাম ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৬১। কালী-কীর্তন

মল্লার - খয়রা

মোহিনী আশা বাসা,
ঘোর তমোনাশা বামা কে ?
ঘোর ঘটা, কান্তিছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে ॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখঝালা, সুধাঢালা, কুলবালা নাচিছে ॥
দ্রুত চলে, আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা, কব কীবা, দিবানিশি করেছে ।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কী প্রমাদে ঠেকেছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৪। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - একতালা

যদি ডুবল না' ডুবায়ে বাওরে মননেয়ে ।
মন হালি ছেড়োনা ভরসা - বাঁধো পারবি যেতে বেয়ে
মন চক্ষু-দাঁড়ি, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে ।
ভালো ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥
মন শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেও রে উড়াইয়ে ।
রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের
যাও রে সারি গেয়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮৪। কালী-কীর্তন

যাও গো জননি, জানি তোরে ।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা,
যে তোর খোশামোদি করে ।
মা মা বলে পাছু পাছু
যে জন স্তুতি ভক্তি করে ।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে
দাখিল করিস যমের ঘরে ॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়,
ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত,
হয় জোরজবরে ।
চোখে আঙুল না দিলে পর,
দেখবি না মা বিচার করে ॥
ও মা হরের আরাধ্য পদ,
ভয়ে দিলি মহিষাসুরে ।
যে দু-কথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে ।
তার হয়ে আশ্রিত সদা,
থাকিস মা পরাণের ডরে ॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে ।
সাধো রে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৫০। কালী-কীর্তন

যারে শমন যারে ফিরি ।
ও তোর যমের বাপের কী ধার ধারি ॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী,
তোর যম হয় কালেক্টরী ।
আমার পুণ্যের দফা সর্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি ॥
শমনদমন শ্রীনাথচরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি ।
আমার কীসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাসপুরী ॥
রামপ্রসাদের মা শংকরী, দেখো না চেয়ে ভয়ংকরী ।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২৭। কালী-কীর্তন

রত্নসিংহাসনে গৌরী,
নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমেষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে ।
রানি বলে পুণ্যতরুফল সেই,
মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রানি ॥
দলিত কদম্ব পুলকে তনু,
সুললিত লোচন সজল, হরল মুখে বাণী ॥
ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি ।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিশলয়, কোমল পাণি ।
রাজিত তঁহি কনক-মণি-ভূষণ,
দিনকরধাম চরণতলখানি ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই,
ধ্যান অগোচর জানি ।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজনমন বিকচ কর তঁহি ভাণি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৪৪। কালী-কীর্তন

রসনায় কালী কালী বলে ।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥
সুরা পান করি-নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে ।
আমার মন-মাতালে মেতেছ আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে ।
যা আছে কর্ম, কে জানে মর্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখাদেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে কায়া, বাড়য়ে রোগ ।
ওরে মিছেমিছি কর্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ২৯। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

রসনে কালী নাম রটো রে !
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে ।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘটপট রে ॥
রসনারে করো বশ, শ্যামানামামৃত রস ।
তুমি গান করো পান করো,
সে পাত্রের পাত্র বট রে ॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম ।
করে জপো না কালীর নাম, কী তব উৎকটরে ॥
শ্রুতি রাখো সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর করো মনে ।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাটো রে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১০৩। কালী-কীর্তন

শমন আসার পথ ঘুচেছে ।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকি রয়েছে ॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে
সহস্র-দল-কমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে বসে আছে ॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারি ভার লয়েছে ।
সে শক্তির জোরে চেতন করে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে ।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে ।
এ চারিস্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে,
চন্দ্র সূর্য উদয় আছে ।
ওরে তমো নাশ করি তারা,
হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৮। কালী-কীর্তন

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে ।
আমি কালী নামের গণ্ডি দিয়ে ॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে ।
মায়ের অভয়চরণ, যে করে স্মরণ,
কী করে তার মরণভয়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩৩। কালী-কীর্তন

শিব স্বস্ত্যয়নে কীবা কাম ।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম ॥
শ্রীদুর্গা নাম গুণগানে ।
শিব না মরিল বিষপানে ॥
মার নামের ফলে চরণ-বলে ।
শিব মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥
দুর্গানাম সংসার-সাগরে তরি ।
কান্ডারি তায় ত্রিপুরারি ॥
যে দুর্গানামে বিঘ্ন হরে ।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে ॥
আমি সার কথা তোমারে কই ।
ও তো তোমার কন্যা নয় ওই ব্রহ্মময়ী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬৪। কালী-কীর্তন
ঝিঁঝিট - আড়া

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,
তড়িৎজড়িত নবঘন ঝলকে,
বিপরীত এ কী কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে,
ওই রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে ।
মম দল প্রবল, সকল হতবল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড-প্রতাপ-রাশি মৃত্যরূপিণী,
ওই কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী ।
লঙ্ঘে গগন ধরণিধর সাগর,
ওই যুবতী চকিতে নয়নপলকে ॥
ভীম ভর্বাণব তারণ হেতু ওই যুগল
চরণ তব করিয়াছি সেতু ।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননি কালীকে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭৫। কালী-কীর্তন
বিভাস - ঢিমেতেতালা

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে ।
বিপরীতক্রীড়া, ব্রীড়াগতা শবে ॥
গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে ।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দিবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনলনিভে ।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপতাপ, কোথায় রবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৮৬। কালী-কীর্তন

বেহাগ - তিওট

শ্যামা বামা গুণধামা কালান্তক-উরসি ।
বিহরে বামা স্মরহরে ।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী ॥
নাশে মুকুতাফল বিলোর, পূর্নচন্দ্র কোলে চকোর
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি ।
একী করে ক'রে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥
নীল-কমল-দল-জিতাস্য, তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী ।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিণী রূপসী ॥
দিতিসুতচয়, সমরপ্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি ।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব গর্ব খর্ব করে, একী সর্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশো,
হৃদয়কমলে সতত বাসো, শ্যামা দীর্ঘকেশী ।
ইহকালে পরকালে, জয়ী-কালে,
তুচ্ছবাসি কথা, নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৬। কালী-কীর্তন

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি ।
(ভবসংসারে বাজারের মাঝে)
ওই যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি ।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি ।
ভবসংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৯৯। কালী-কীর্তন
ভৈরবী - একতালা

শ্রীদুর্গানাম ভুলো না ।
ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না ॥
শ্রীদুর্গা স্মরণে, সমুদ্র মন্থনে,
বিষপানে, বিশ্বনাথ মল না ॥
যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে,
শ্রীদুর্গা স্মরণ কোরোগো সংকটে ।
তারায় দিয়ে ভার, সুরথ রাজার,
লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না ॥
বিভু নামে এক রাজার ছেলে,
যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে, সমুদ্রের জলে,
ডুবেছিল, তাতে (তার) মরণ হল না ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৮০। কালী-কীর্তন
ললিত - তিওট

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল ।
বিমল বিধুরব, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচিবিজিত, তরুন তমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল ।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্ধ্বে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডণ ভাল ।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি,
রক্ষো মম পরকাল ।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারয় কাল-করাল ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২০৭। কালী-কীর্তন
মল্লার - খয়রা

সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী ।
শোণিত শোভিত ধারা, মেঘে সৌদামিনী ॥
এ কী দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্তিমতী মনোভাব ভবভামিনী ॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদ-নখে শশীরাশি গজগামিনী ।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৭২। কালী-কীর্তন
ঝিঁঝিট - আড়া

সমর করে ও কে রমণী ।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট-নয়ন বৈশ্বানর, বামা বিধু
বামেতর তরণি ।
মরকত মুকুর, বিমল মুখমণ্ডল,
নূতন জলধর-বরণী ॥
শবশিবশিরে, মন্দাকিনী রাজত,
ঢলঢল উজ্জ্বল ধরণি ।
ঊরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখরনিকর, সুধাধামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং
কুরু, হর-মোহিনী ।
গিরিবর-কন্যে, নিখিল শরণ্যে,
মম জীবনধন জননি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১৮১। কালী-কীর্তন

ছায়ানট - খয়রা

সমরে কে রে কালকামিনী ।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতাবরণী,
কে রণে রমণী ।
সুধাংশুসুধা কী শ্রমজবিন্দু,
শ্রীমুখ না একী শারদ ইন্দু, কমল-বন্ধু, বহ্নি,
সিন্ধুতনয় এ তিন নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস, লোকপ্রকাশ,
আশুতোষবাসিনী ।
ফণি-ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেনি ॥
কেশাগ্র ধরণিপরে বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ, না করে লাজ,
কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল, একী বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী ।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকরনিকর ; আবৃত কত কিঙ্কিণি ॥
সর্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবৃন্তে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে ।
চরণোপান্তে মনদুরন্তে, রাখো কৃতান্তদলনী ॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল,
ভাবে ঢলঢল, হাসে খলখল, টলটল ধরণি,
ভয়ংকর কীবা, ডাকিতেছে শিবা,
শিব-উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহরো ভূপ বৃথা বিবাদ ।
কহিছে প্রসাদ, দেহো মা প্রসাদ,
প্রসাদবিষাদনাশিনী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৮৮। কালী-কীর্তন
টুরিজায়েনপুরী - একতালা

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে ।
কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভালো কীবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে ।
সাগরে যার বিছানা মা ! শিশিরে তার কী করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জরোজরো, আর কত মা দুঃখ দিবে ।
কেবল ওই দুর্গানামে শ্যামানামে কলঙ্ক রটিবে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১১৭। কালী-কীর্তন

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না ।
ভালো পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছো কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না ।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচাও না ॥
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচেনা।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাকিলে আর চেতন পাবেনা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১২৪। কালী-কীর্তন

সামাল ভবে ডুবে তরি ।
তরি ডুবে যায় জনমের মতো ॥
জীর্ণ তরি, তুফান ভারী, বাইতে নারি ভয়ে মরি
ওই যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি ।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরি
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ৬৯। কালী-কীর্তন

সামাল সামাল ডুবল তরি ।
আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা,
ভজলে না হরসুন্দরী ॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে,
সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি ॥
একে তোর জীর্ণ তরি, কলুষেতে হল ভারী ।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে করো কাণ্ডারী ॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ি
এখন গুরুব্রহ্ম, সার করো মন,
যিনি হন ভবকাণ্ডারী ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান

গান: ১২৯। কালী-কীর্তন

জংলা - একতালা

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে ।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে ।
প্রসাদ বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে ।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৯৭। কালী-কীর্তন

সে কি শুধু শিবের সতী ।
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ।
সে যে সর্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি ॥
ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি ॥
ওরে বলো দেখি মন, সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
সকলই জানি ডাকাতি ।
ওরে সাবধানে মন করো যতন,
হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২২৩। কালী-কীর্তন

হর ফিরে মাতিয়া, শংকর ফিরে মাতিয়া
শিঙা করিছে ভভ ভমভম,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম বমম,
বব বম বব বম গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া ।
কটিতটে কীবা বাঘের ছাল,
গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে,
নয়ন চকোর অমিয় লোভে
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইবো ভাবিয়া ।
আধো চাঁদ কীবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকিধিকিধিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ,
দেবের দেব যোগিয়া ।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি,
বজয়ে ডমুর ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত ভাল দ্রিমকি দ্রিমকি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন-ইন্দু ঢলঢলঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টলটল,
লহরি উঠিছে কলকলকল,
জটাজুট মাঝে থাকিয়া ।
প্রসাদ কহিছে এ ভব-ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,

কাটিতে নারিনু করমডোর,
নিজগুণে লহো তারিয়া ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ৩৬। কালী-কীর্তন
গারাভৈরবী - আড়া

হৃৎকমল - মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা ।
মনপবনে দুলাইছে দিবস রজনি ওমা ।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা ।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা ॥
আবির রুধির তায়, কী শোভা হয়েছে গায় ।
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনই ওমা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল ।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ২৩২। কালী-কীর্তন

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে ।
আপন অঙ্গ দেখো গো চেয়ে ॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর ।
আমা সবাকার তনু নির্মল সরোবর ॥
একচন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি ।
তোমা করে নয়, সকল অঙ্গময়
বিরাজে যে যখন নিরখি ॥
একমুখে কত কব উমার রূপ গুণ ।
উমার রূপে নানারূপ প্রসারে সংহারে পুনঃ ॥
দাস প্রসাদে বলে, এই সার কথা বটে ।
পুষ্পে যেমন গন্ধ, তেমনই মা বিরাজে সর্ব ঘটে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৩৮। কালী-কীর্তন

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদি ।
এবার বুঝে বিচার করো শ্যামা ॥
ওই যে মন করিছে জামিনদারি
নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছ'টা কাম আদি ।
যদি তুমি আমি এক হই তো,
পুর হতে দূর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভবনদী ॥
হুজুরে তজবিজ করো মা, হাজির ফরিয়াদি দাদি ।
এই স্বোপার্জিত ভজনের ধন,
সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা, মহা বিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি ।
ওমা, তোমার পুতে, সতীনসুতে,
জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভনে ভরসা মনে,
বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী ।
ঠেকি বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬৫। কালী-কীর্তন
খাম্বাজ - ঢিমাতেতালা

হুংকারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা ।
কামরিপুমোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপনদহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসি,
কুবলয়দলতনু শ্যামা ।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণি,
সমরনিপুণা গুণধামা ।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।

বিষয়: রামপ্রসাদের গান
গান: ১৬৩। কালী-কীর্তন
কালেংড়া - ঠুংরি

(হেরো), কার রমণী নাচে রে ভয়ংকরা-বেশে ।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে, হরহৃদি হৃদ-পদে দিগবাসে ॥
কেরে, নির্জনে বসিয়া, নির্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণি ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে,
বাঁধি প্রেমডোরে, রাখি হৃদি-সরোবরে,
হিল্লোলে ভাসে ॥
কে রে, নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি ঊরু,
দরদর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গমদলে,
নাভিপদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ।
কে রে, উন্নত কুচ-কলি, মুখশতদলে অলি,
গুনগুন করিয়া বেড়ায় যেন বিকশিত,
সিতাম্ভোজ বনরোহায় ; কীবা ওষ্ঠ-শোভা,
অতি লোল জিহ্বা, হরমনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে, শিশু সুধাভাসে ॥
কে রে, কুন্তল-জালে, আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরুধনুর্বাণ সন্ধান করা
অর্ধচন্দ্রভালে, শিতি মুহু দোলে, কী চকোর খেলে
কীবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে ।
কত দুন্ধবা দুন্ধবি নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটোরা ভরিয়া, সুধা জোগায় অমনই ;
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে, যার পদতলে,
শব-ছলে আশুতোষে ॥

সূত্র:

- বাঙালির গান। দুর্গাদাস লাহিড়ি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। এপ্রিল ২০০১।